গ্রন্থকারদ্বয় কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ : ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৬

মুদ্রাকর :
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল,
মুদ্রণ ভারতী প্রাইভেট লিমিটেড,
২, রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৯

ভূমিকা

আমাদের প্রথম নাট্যপ্রচেষ্টা সফল হোক, সার্থক হোক— নাট্যরসিকদের কাছে আমরা এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

নাট্যসাহিত্যে আমাদের জ্ঞান অতি সীমিত, তবুও আমরা নাটকের চর্চায় আমাদের অবসর সময় নিয়োজিত করব বলে মনস্থ করেছি, কারণ আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে আমাদের মত অনগ্রসর দেশে নাটকের মাধ্যমে সুশিক্ষা প্রচার কর্লে খুবই সুফল পাওয়া যাবে।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বহু উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে আছে কিন্তু তাকে কার্যে পরিণত করবার পূর্ণশক্তি নেই তবুও আমরা চেষ্টা করে যাব কারণ আমরা বিশ্বাস করি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে গেলে সফলতা লাভ করা অসম্ভব নয়। আশাকরি হৃদয়বান পাঠকের ও নাট্যরসিকের সহানুভূতি ও সমর্থন আমাদের এই চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

পোস্ট—সিঙ্গুর
জেলা—হুগলী

বিনীত—
নাট্যকারদ্বয়

উৎসর্গ

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা,
বাংলা তথা ভারতের গৌরব—
ছবি বিশ্বাসের অমর স্মৃতির উদ্দেশে
এই ক্ষুদ্র নাটকটি অশেষ শ্রদ্ধার
সহিত উৎসর্গ করিলাম।

চরিত্রলিপি

জ্যোতিশংকর, স্বপন, ভুবন, উপেনবাবু, প্রশান্ত,
ডাঃ রায়, রহিম, ছবি, তৃষ্ণার্ত, শ্যামল,
মিঃ ঘোষ, লগন সিং, ধূর্জ্জটি, বয়,
ভবানী গাঙ্গুলী, আগরওয়ালা,
ভোলাপাগলা।

অমলা, সতী,
কানন ও পারুল।

—০—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[জ্যোতিশংকরের ড্রইংরুম। মধ্যবিত্তের সংসার। সময় সন্ধ্যা। সাধারণভাবে সাজানো। আজ জ্যোতিশংকরের জন্মদিন। অমলা, জ্যোতিশংকর, ডাঃ রায়, তৃষ্ণার্ত, প্রশান্ত, মিঃ ঘোষ বসে আছেন।]

অমলার গান।

আজি এ জন্মদিনে,
শুভক্ষণে,
জানাই তোমায় প্রণতি।
তোমার কাছে,
আমার আছে,
করুণ একটি মিনতি
(ওগো) করুণ একটি মিনতি।
হৃদয় আমার,
প্রেম আমার
দিলাম তোমায় ঢেলে।
দিলাম যত,
পেলে কত,
দেখ আঁখি মেলে,
ওগো হৃদয়-প্রদীপ জ্বেলে।
দেশের তরে,
জীবন ভরে
ভাবছ তুমি অতি।

তোমার বুকে,
পরম সুখে
হয় যেন মোর গতি।
ওগো, হয় যেন মোর গতি।

সকলে। Beautiful! Beautiful!

মিঃ ঘোষ। অপূর্ব! সত্যি অমলাদেবী, আপনার গানের তুলনা হয় না। কলেজ লাইফ থেকেই বহুবার আপনার গান আমি শুনেছি, তবুও মনে হয় আপনার গান যেন চিরনূতন, চিরসুন্দর! ধন্য আপনি অমলাদেবী! ধন্য সৌভাগ্য আমাদের নাট্যকার ও আমার ছাত্রজীবনের বিশেষ বন্ধু জ্যোতিশংকরের!

অমলা। প্রশংসাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না মিঃ ঘোষ? আজ বিশেষ এক শুভদিন বলেই আমি গাইলাম। হয়ত একটু আধটু গান আমি জানি তবে আপনাদের শোনাবার মত বা প্রশংসা পাবার মত কিছু নয়।

তৃষ্ণার্ত। এ আপনার খুব বেশী বিনয় হয়ে যাচ্ছে বৌদি। আমি কিন্তু "আগামীকালের কবিদের" নামে শপথ করে বলতে পারি যে আপনার গান অতুলনীয়। গান শুনতে শুনতে মনে হল আমি যেন গ্রহ হতে গ্রহান্তরে চলে যাচ্ছি যেন একটা উল্কার মত······

জ্যোতি। থামো হে কবি থামো। আমার যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—আচ্ছা এটা কার জন্মদিন বলতো—অমলার না আমার?

ডাঃ রায়। আমিও তাই ভাবছিলাম জ্যোতিদা। তবে বৌদির গুণকীর্তন-এ বাধা দিতে সাহস করছিলাম না।

জ্যোতি। মাস্টারমশাই তো এখনও এলেন না!

ডাঃ রায়। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি একটু আগেই তাঁকে দেখে এসেছি। অবশ্য সামান্য সর্দিজ্বর, তবুও বয়স হয়েছে, একটু rest নেওয়া দরকার।

রহিম। নিন ডাক্তারদা, অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করুন। আমাদের সেবা-সমিতির পক্ষ থেকে আমাদের প্রিয়তম সভ্য, সমাজকর্মী ও আদর্শ নাট্যসেবী জ্যোতিদার শুভ জন্মদিনে আমি তাঁর দীর্ঘজীবন ও সাফল্য কামনা করি।

[সকলের করতালি]

ডাঃ রায়। আমাদের প্রাণের জ্যোতিদাকে আমাদের এই সামান্য প্রীতি-উপহার।

[ডাঃ রায় জ্যোতিকে ফুলের তোড়া ও ঝরনাকলম উপহার দিলেন]
[সকলের করতালি]

আজকের এই সুন্দর ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে আমরা জ্যোতিদাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি। আমি নিজের কথাই বলতে পারি যে যতই আমি জ্যোতিদাকে দেখছি বা তাঁর সঙ্গে মিশছি ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। এই অতি সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে যে এমন একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা লুকিয়ে আছে তা আমি প্রথমে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। অনেকে জ্যোতিদাকে নাটুকে লোক বলেই জানে, কিন্তু এই আত্মভোলা লোকটির মধ্যে যে বিরাট একটা দেশপ্রেম ও উচ্চ আদর্শ লুকিয়ে আছে তার সন্ধান অনেকেই রাখে না। এই জ্যোতিদাকে আমাদের সেবা-

সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্যরূপে পেয়ে আমরা গৌরবান্বিত। আমরা তার উত্তরোত্তর উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

[সকলের করতালি]

প্রশান্ত। আমি এবারে আজকের এই উৎসবের মধ্যমণি জ্যোতিদাকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করছি।

তৃষ্ণার্ত। Wait a bit!……একটু থামুন! আমার অভিনন্দন-বাণী যে এখনও পাঠ করা হয়নি!

"হে ড্রামাটিস্ট,
আজ তোমার জন্মদিন!
আমরা সকলে তোমার রুমে মিলিত হয়েছি,
তোমার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ।
কিন্তু এ তো সেকেলে ন্যাষ্টি প্রথা!
অত্যাধুনিক যুগ এটা!
নূতনত্বের আছে প্রয়োজন!
তোমার নাটক আমি পড়েছি—
দেখেছি পুরাতন রীতিনীতি—
হিন্দুত্বের অহঙ্কার, বড় বড় বস্তাপচা বুক্‌নী
হে ড্রামাটিস্ট!
মনে রেখ সময় পেছোয় না, এগিয়ে চলে
মিনতি আমার—
হে নাট্যকার, হও তুমি সফিসটিকেটেড্ সোসালিস্ট!
হোয়োনাক তুমি বুরোক্রাটিক বুর্জোয়া!

রহিম। থামো! স্তব্ধ হোক তোমার ঐ অশ্রাব্য কবিতা!

প্রশান্ত। নাহি মিল, নাহি ছন্দ,
নাহি ভাব, নাহি গন্ধ ;
নাহি আদর্শ, হে অন্ধ,
নাহি প্রেম, শুধু দ্বন্দ্ব !
শুধু মন্দ, মন্দ আর মন্দ !!

তৃষ্ণার্ত। (রাগের সঙ্গে) এই জন্যই আমি ব্যানাবনে মুক্তা ছড়াই না।

জ্যোতি। এই দেখ, তোমরা আবার ঝগড়া বাঁধাবে দেখছি।

অমলা। অনুষ্ঠান শেষ করে নাও ·····ওদিকে খাবার ব্যবস্থা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে !

প্রশান্ত। Thank you বৌদি ! Thank you !

জ্যোতি। আমার বক্তব্য আমি অতি সংক্ষেপে শেষ করে নিচ্ছি। বন্ধুগণ ! আমায় জন্মদিনের এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে আমি তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে, তোমাদের আন্তরিক প্রেম ও ভালবাসা পেয়ে ধন্য হলাম। আমি তোমাদের সেবা সমিতির সাফল্য কামনা করি। অবশ্য "তোমাদের" না বলে "আমাদের" বলাই উচিত। কারণ আমিও এর একজন সভ্য। আমার জীবনের ও আমাদের সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ও আদর্শ অভিন্ন। নিঃস্বার্থভাবে দেশের কাজ করে যাব। মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবো······তবে নিজেরা সৎ না হলে সে প্রচেষ্টায় আমরা ব্যর্থ হব। নিষ্কলুষ হৃদয় নিয়ে "বিবেকবাণী" প্রচার করা, তাকে কার্যে অনুবাদ করাই বর্তমান সমাজের এই দুরারোগ্য ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা। অবশ্য এটা আমাদের

মাস্টার মশাইয়ের শিক্ষা এবং আমিও তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। এই কথাই আমি আমার নাটকের মাধ্যমে প্রচার করতে চেষ্টা করি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন! জয় হিন্দ্!

তৃষ্ণার্ত। কিন্তু জ্যোতিদা আপনাদের বিবেকানন্দই তো বলেছেন—খালিপেটে ধর্ম হয় না।

প্রশান্ত। What do you mean by "আপনাদের বিবেকানন্দ"? হিন্দুর ছেলে হয়ে, বাঙালী হয়ে এরকম উচ্চারণ করতে তোমার ঘৃণা হওয়া উচিত।

জ্যোতি। জান ভাই তৃষ্ণার্ত, স্বামীজী বলেছেন, আমাদের ভারতবর্ষে ধর্মভাব প্রসাব না হলে যে-"ইজম্"ই আসুক না কেন লোকের শান্তি ফিরে আসবে না। অবশ্য প্রতিটি লোকের জন্য অন্তত মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে বৈ কি! তুমি ভাই একটু মনোযোগ দিয়ে তাঁর বইগুলো পড়ে দেখ। আমার মনে হয় তিনি হচ্ছেন পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী।

অমলা। যাক, ওসব আলোচনার এখানেই ইতি হোক। স্বামীজী যুবকদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উপর খুব জোর দিতেন, ভাল ভাল খাবার খেতে বলতেন [মৃদু হেসে] এবার সবাই খাবে চল ভাই! [সকলে হেসে ওঠে] স্বপন!

[নেপথ্যে—"যাই মা"] [স্বপনের প্রবেশ]

ভুবনদাকে ডেকে দাওতো বাবা।

স্বপন। যাচ্ছি মা।

[স্বপনের প্রস্থান]

অমলা। মিঃ ঘোষ, আমার সেই গানের খাতাটা ফেরত দেননি কিন্তু!

মিঃ ঘোষ। Really, I have completely forgotten! আমি কালই দিয়ে যাব। Please excuse me!

ডাঃ রায়। সেকি! মিঃ ঘোষ আপনি আবার গান শিখতে আরম্ভ করলেন কবে থেকে?

[ভুবনের প্রবেশ]

ভুবন। সব কিছু তৈরী হয়ে গেছে মা। বাবুদের সব নিয়ে চল।

[প্রস্থান]

অমলা। তোমরা সব এস ভাই, আর দেরী করো না।

[প্রস্থান]

[মিঃ ঘোষ ব্যতীত সকলের প্রস্থান। মিঃ ঘোষ ইতস্ততঃ পায়চারী করতে থাকে। একটু পরে অমলার প্রবেশ]

অমলা। একি মিঃ ঘোষ, আপনি এখনও দাঁড়িয়ে রইলেন যে! চলুন, ওরা সব আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

মিঃ ঘোষ। এই যে যাচ্ছি।

অমলা। কই চলুন।

মিঃ ঘোষ। অমলা !! [আবেগভরে]

অমলা। কি বললেন মিঃ ঘোষ?

মিঃ ঘোষ। অমলা, তোমার জন্য আমার সামান্য এই Presentation! একছড়া মুক্তার হার।

অমলা। আপনি ভুল করছেন, মিঃ ঘোষ। আজকে আমার স্বামীর জন্মদিন, আমার নয়। ওটা আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

মিঃ ঘোষ। [ব্যাকুল ভাবে] অমলা!

অমলা। আমার নাম ধরে ডাকবার কোন অধিকার আপনার নেই মিঃ ঘোষ।

মিঃ ঘোষ। অমলা! মনে পড়ে আমাদের College life-এর কথা। How golden those days were! সেই সময়ে তোমাকে ছাড়া আমি আমার জীবনকে কল্পনাও করতে পারতাম না! [অমলা স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকে] তারপর এলো ঝড়····...তুমি ঐ ugly naughty boy-কে প্রশ্রয় দিলে......আমার স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে ......

অমলা। মিঃ ঘোষ আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন! আজকের এই শুভদিন বলেই এখনও আমি আপনাকে সহ্য করছি, নতুবা—

মিঃ ঘোষ। নতুবা?

অমলা। আপনাকে বাইরে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিতাম।

মিঃ ঘোষ। তা দিতে! [ব্যঙ্গভবে] এবং আমিও যেতাম, তবে একা যেতাম না·······

অমলা। তার মানে?

মিঃ ঘোষ। [শয়তানী হেসে] তোমাকেও নিয়ে যেতাম!

অমলা। [মিঃ ঘোষের গালে চড় মারে] বেরিয়ে যান······আপনি ......বেরিয়ে যান। Leave this room at once!

মিঃ ঘোষ। আচ্ছা আমি যাচ্ছি! কিন্তু কালসাপকে খোঁচা দিয়ে তুমি ভাল কাজ করলে না! You will know the result!

[দ্রুত প্রস্থান]

[অমলা রাগে ও উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। স্বপনের প্রবেশ]

স্বপন। মা......মা!

[অমলা স্বপনকে জড়িয়ে ধরে]

অমলা। স্বপন, আমার স্বপন। [কেঁদে ওঠে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[চায়ের দোকান। মাঝখানের দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর যাওয়া যায়। স্বামীর দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য কানন নিজেই দোকান দেখাশুনা করে। সকালবেলা। এখনও খরিদ্দার কেউ আসেনি। ঘরের এক পাশে চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চ। অন্যদিকে একটা তক্তপোশের উপর ক্যাশবাক্স। বয় কেনারাম আপন মনে চেয়ার টেবিলগুলি সাফ করছে। আর গান করছে]

কেনারাম। মা আমায় ঘোরাবি কত।
কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত ॥
চায়ের দোকানে জুড়ে দিয়ে মা।
কাপডিস ধোয়াচ্ছিস অবিরত ॥
মা.........মাগো !!

[ধূর্জটী ও লগনসিংহের প্রবেশ]

লগনসিং। কি সাহাব, কিছু ফায়সালা হোল ? চাররোজ তো বিলকুল কারখানা বন্ধ করে দিলে।...তোমরা বল্‌লে ইস্‌ট্রাইক হচ্ছে আর ওশালে কোম্পানী বললে যে লক-আউট হচ্ছে। মাঝখান থেকে হামাদের চাররোজের মাহিনা কেটে লিবে !

ধূর্জটী। বয় দো কাপ চা লেআও। এই লগনসিং, বোস বাবা বোস। একটু মাথা ঠাণ্ডা করে বোস। [উভয়ে বসিল] আরে বাবা, কষ্ট করলে তবে তো কেষ্ট মিলবে।

লগনসিং। আরে সাহেব, কেষ্ট মিলবে কি না মিলবে কেয়া মালুম। লেকিন গঙ্গা জরুর মিলবে···আগ্‌ জরুর মিলবে।

[খইনী মুখে দিল]

ধূর্জটী। তোরাও যে আজকাল টণ্ট্ করতে শিখে গেলি দেখছি। তোদেরকে মানুষ করাও দেখছি বিপদ। আরে বাবা আমরা যে এত বিপদ-আপদ মাথায় নিয়ে লড়াই করি সে তো তোদের ভালোর জন্যই রে। নইলে আমাদের কি আর স্বার্থ আছে বল? বরঞ্চ এর জন্য আমাদের অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। সাহেবরা তো আমাদের বিষনজরে দেখে।

লগনসিং। এ তো ঠিক বাত হ্যায়।

[বয় চা দিয়ে যায়]

ধূর্জটী। একটু গলদ পেলেই শ্রীঘর বাস করিয়ে ছাড়ে।

লগনসিং। হ্যাঁ-হ্যাঁ এ তো ম্যয় দেখ্ রহা হুঁ!

ধূর্জটী। দেখ না—এইবার পূজোর বোনাস নিয়ে কি কাণ্ডটাই না বাঁধাই। যদি তিন মাসের বোনাস না দেয় তবে একেবারে কোম্পানীকে ঠাণ্ডা করে ছাড়ব।

লগনসিং। লেকিন কোম্পানী ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে তো হামাদের কি হোবে?

[ছবির প্রবেশ]

ছবি। কেনা একটা ডবল-হাফ দিয়ে যা। হ্যাঁরে কাগজ আসেনি? দেশলাইটা দে......।

[বিড়ি ধরাল]

ধূর্জটী। "হামাদের কি হোবে"? গতর আছে......খেটে খাবার ক্ষমতা আছে, তোদের আবার অভাব কি? তোরা ব্যাটারা একেবারে বুদ্ধু! তোদের দোষেই কোম্পানীগুলো সব মাথায় চড়ে বসেছে।

লগনসিং। সব কুছ্ তো মালুম হ্যায় সাহাব। লেকিন ইসব কামমে বহুৎ ডড় লাগে। গরীব আদমী......নোকরী চলা যায়গা তো বালবাচ্চাকো কেইসে খিঁলাউ? ম্যানেজার ঘোষ সাহাব তো সাফ বোলে দিয়েছে যে ফিন ইস্ট্রাইক হোবে তো পুরানা ওয়ার্কার-কো সব ভাগা দেগা আউর নয়া আদমীসে দাওয়া ফ্যাক্টারী চালু রাখেগা।

ধূর্জটী। নতুন লোক নিলেই হোল? আমরা সব মরেছি নাকি?

ছবি। [ব্যগ্রভাবে] কোথায় নূতন লোক নিচ্ছে দাদা?

ধূর্জটী। [ঝাঁজের সঙ্গে] ধাপার মাঠে!

[ব্যাগহাতে ডাক্তারের ঘরের ভিতর হতে প্রবেশ, পিছনে কানন]

ডাঃ রায়। না-না এত ভয় পাবার কিছুই নেই। আপনি এত ব্যস্ত হবেন না। আমার দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না। যাক, কাউকে আমার ডিস্পেনসারিতে পাঠিয়ে দিন। ওষুধটা নিয়ে আসুক।

কানন। আমার ঐ স্বামীছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই···ডাক্তার-বাবু [হাতে ধরে] যেমন করে হোক ওঁকে বাঁচাতেই হবে।

ডাঃ রায়। বল্লাম তো, প্রাণের ভয় নেই······তবে কোন ভারী কাজ করবার ক্ষমতা বোধ হয় আর ফিরে পাবেন না।

কানন। সবই আমার কপাল ডাক্তারবাবু। তবে আমি আপনার উপরেই নির্ভর করে রইলাম। আপনি দয়া করে সাধ্যমত চেষ্টা করবেন......যত দামী ওষুধই লাগুক না কেন......

ডাঃ রায়। আচ্ছা, আচ্ছা [প্রস্থানোদ্যত]

ধূর্জটী। আমাদের দাশুদাকে কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু? কি রকম বুঝলেন? রোগটা ঠিক ধরতে পেরেছেন তো?

ডাঃ রায়। তাতে তোমার দরকার কি?

ধূর্জটী। না-না এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম আর কি?

ডাঃ রায়। ওঃ! [প্রস্থানোদ্যত]

ধূর্জটী। আমার শরীরটা মাঝে বেশ ভাল যাচ্ছিল ডাক্তার বাবু। গত দু'দিন ধরে আবার কেমন যেন খারাপ খারাপ মনে হচ্ছে।

ডাঃ রায়। দরকার হলে আমার ডিস্‌পেনসারিতে আসবে।

[দ্রুত প্রস্থান]

ধূর্জটী। ডাক্তারের গরমটা একবার দেখলে। একেবারে যেন ব্লাস্ট-ফার্নেস! ডাক্তারীর "ড" জানে না তার এত গুমর করা সাজে না।

ছবি। আর আপনারও এভাবে ডাক্তারবাবুর নিন্দা করা সাজে না। এই সেদিনের কথা,......এরই মধ্যে ভুলে গেলেন কি করে দাদা?

ধূর্জটী। কিসের কথা?

ছবি। আপনাকে এক রকম মরা বাঁচাল কে? আমাদের ঐ ডাক্তারবাবুই তো? ওষুধের দামটা বোধ হয় এখনও বাকী আছে।

[ইতিমধ্যে ভোলার প্রবেশ]

ধূর্জটী। দেখ হে ফাজিল ছোকরা, যা জান না তা নিয়ে ওরকম ভাবে লেকচার দিতে এসো না, কোন দিন ধোলাই খাবে। ওষুধের দাম দিয়েছি কি, না দিয়েছি ডাক্তারের খাতা খুলে দেখে এসো।

ভোলা। আর ডাক্তারের খাতায় যদি না পাও তবে একবার ঐ চিত্রগুপ্তের খাতায় উঁকি মেরে দেখে এসো দেখবে ঠিক খরচের খাতায় লেখা আছে। হাঃ...হাঃ...হাঃ।

ধূর্জটী। আরে ভোলা! কবে ফিরলে হে! শরীরটা একটু ফিরেছে দেখছি। ......ছেলের খোঁজ পেলে?

ভোলা। [চমকে ওঠে] ছেলে! ও হ্যাঁ......ছেলে [ঘন ঘন ঘাড় নাড়তে থাকে] না......কোথাও আমার শ্যামলকে খুঁজে পেলাম না......কত দিন হয়ে গেল......সেই যে চাকরীর জন্য কলকাতায় গেল আর ফিরলো না......সারা কলকাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম......কিন্তু না......সে যেন হাওয়ায় মিশে গেছে ......কোথাও নেই !!

লগনসিং। আরে লেও ভোলা থোড়া চা পি লেও [পয়সা দিল] আরে এ ভাই কেনারাম, হামারা পয়সা লেও।

[চায়ের দাম দিল]

ধূর্জটী। আমারটাও দিয়ে দাও ভাই সিংজী।

লগনসিং। আরে বা সাহেব, বা! ইস্ টাইমমে "ভাই, সিংজী" আউর তুসরী টাইমমে "শালা, বুদ্ধু", হাঃ,......হাঃ......হাঃ

[দাম দিল]

[মিলের বাঁশী বেজে ওঠে]

[ভোলাকে কেনারাম চা দেয়, ভোলা খায় আর বকে।]

লগনসিং। আরে চলিয়ে! ঐ কৃষ্ণ-ভগোয়ানজীকী বাঁশী বাজ রহা হুঁ। [প্রস্থান]

ধূর্জটী। একটু মশলা দেবে নাকি গো বৌদি?

কানন। কেনারাম, বাবুকে মশলার ডিসটা এগিয়ে দে।

ধূর্জটী। আহা, তুমি নিজের হাতে দিলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হোয়ে যাবে বৌদি, তাতো বুঝি না বাপু।

কানন। বোঝ ঠিকই, তবে জেগে ঘুমাও কিনা! তোমার নজরটা বেশ ভালো নয় বাছা।

ধূর্জটী। ভিখ্ চাই না বাবা, কুত্তা বোলা লেও। আর আমার মশলার দরকার নেই। তুমি বচনবাণ থামাও!

[প্রস্থান]

ছবি। আর একটা হাফ-কাপ দে বাবা কেনারাম।

কানন। তোমার আগের কাপের দাম দিয়েছ?

কেনা। কালকের দামটাও বাকী আছে মা।

কানন। তুই বাকী দিয়েছিস কেন? আমি বারণ করিনি?

কেনা। কি, করবো? চা খেতে খেতে বাবু কাগজ পড়ছিল······ আমি একটু ভিতরে গেসলাম······ফিরে এসে দেখি বাবু লোপাট!

কানন। এ সব কি কথা বাপু। ভদ্দরলোকের ছেলে······ তোমাদের আবার এসব ছকপাঞ্জা কেন? জানতো আমি বাকী দিই না।

ছবি। আমার কাছে একটা পয়সাও মারা যাবে না বৌদি। একটা টিউশনী জোগাড় করেছি······মাইনেটা পেলেই সব মিটিয়ে দেব।

কানন। তবেই হয়েছে? কবে রাম রাজা হবে তবে······

[ব্যস্তভাবে তৃষ্ণার্তের প্রবেশ]

তৃষ্ণার্ত। আবার তোমার মুখে ঐ সব সেকেলে কথা বৌদি! রাম-রাবণের যুগ বহুদিন হল অবসান। আসছে নূতন যুগ—অত্যাধুনিক যুগ! বর্তমানের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়া হবে নূতনের বিরাট ইমারত। বয়, চা লে আও!!

কানন। আবার এক আপদ এসে জুটলো। দেখছি এদের জ্বালায় দোকান চালানোই দায় হয়ে উঠলো। কেনা, বাবুকে চা দে।

ছবি। আমাকেও একটু দিস। পয়সার জন্য ভাবিসনি। ঠিক দিয়ে দেব।

তৃষ্ণার্ত। আরে আমাদের ছবি না? কি ব্যাপার?—বিষণ্ণ বদন, ক্লান্ত শরীর। গঞ্জনা খেয়েছ বাড়ীতে?

[বয় দুজনকে চা দিয়ে গেল]

ছবি। আর বলিস কেন ভাই? বেকারদের যা প্রাপ্য! জীবনে বিতৃষ্ণা ধরে গেল! আমাদের বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা!

তৃষ্ণার্ত। হাউ ডেঞ্জারাস্! তোর জীবনে এত হতাশা! হোয়াট এ ট্রাজেডি! আর আমি? আমি কিন্তু একটা আশার আলো ....একটা রামধনু! কারণ আমি কবি...অত্যাধুনিক কবি।

আমি সার্কোমার মত ভয়ঙ্কর
ম্যাগ্নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরার মত সুগন্ধি।
আমি মাংসের মত পুষ্টিকর
অ্যাঙ্কাইলোস্টোমার মত ক্ষতিকারক।
আমি মাও-এর চেয়ে ধূর্ত
কিন্তু হস্তীর চেয়েও বুদ্ধু।

আমি মহাব্যোমের মত পরিব্যাপ্ত।
অথচ অতি ক্ষুদ্র, স্বল্প পরিসর।
আমি ঐ সৌরজগৎ করিব ছারখার—
অট্টহাস্য করিব হা-হা...রবে।

কানন। দেখ বাপু। তোমাদের জোড়হাত করে বলছি এবার বিদেয় হও। আর আমাকে জ্বালিও না। তবে যাবার আগে দয়া করে চায়ের দামটা দিয়ে যেও।

তৃষ্ণার্ত। হে দেবী! হেন অপমান তুমি কেমনে করিলে মোরে। বেশ আগামীকাল তুমি পেয়ে যাবে দাম!

[প্রস্থান]

কানন। লোকের কি একটু বিবেক নেই বাছা। মেয়েছেলে আমি, পেটের দায়ে দোকান চালাচ্ছি······ঘরে অথর্ব স্বামী···কোথায় পাঁচজনে মিলে আমায় সাহায্য করবে, তা না করে আমাকে সবাই ফাঁকি দিতে চায়, কু-নজরে দেখে, ঠাট্টা-তামাসা করে। এই কি তোমাদের বিচার !!

ভোলা। [হঠাৎ অট্টহাস্য করে] হাঃ হাঃ! ঠিক বলেছ, বিচার! এই হচ্ছে বিচার! আজকালকার বিচার! নইলে আমার ছেলে, একটিমাত্র ছেলে......হারিয়ে গেল······তাই আমায় দেখে সবাই হাসে, পাগল বলে উপহাস করে। কই আমার হারানো ছেলেটাকে কেউ তো খুঁজে এনে দেয় না। বিচার! এদের আবার বিচার!

[অট্টহাস্য করে ওঠে]

তৃতীয় দৃশ্য

[ভবানী গাঙ্গুলীব সুসজ্জিত মন্ত্রণাকক্ষ, পারুল ও মিঃ ঘোষ]

মিঃ ঘোষ। দেখ পারুল, এসব ঘরবাড়ী তোমার পছন্দ হয়? এসব দামী পাথরের মেঝে তোমার পায়ের ধূলো পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে।

পারুল। যাও, তুমি বড় বাজে কথা বল। হ্যাঁগো এসব ঘরবাড়ী তোমার?

মিঃ ঘোষ। হ্যাঁগো হ্যাঁ আমার! মানে শীঘ্রই আমাদের হবে। এখন অবশ্য আমি এখানকার ম্যানেজার। তবে তোমার সাহায্য পেলে আমি সব কিছু হাতিয়ে নেব, তুমি দেখে নিও।

পারুল। এ সব আবার কি কথা! আমার বড় ভয় করে।

মিঃ ঘোষ। ভয়! আমি থাকতে তোমার ভয় কি পারুল? বলেছিতো তোমাকে আমি বিয়ে করবো। তুমি রাজরানী হবে। তুমি তো জান, তোমার নাচে, তোমার রূপে আমি মুগ্ধ! ভেবে দেখ পারুল, তুমি কি ছিলে? সখের থিয়েটারে সামান্য টাকার বিনিময়ে তুমি নাচতে আর আজ······

পারুল। এখন আমাকে কি করতে হবে?

মিঃ ঘোষ। মাত্র দুচার দিনের জন্য বাঈজী সেজে এখানে থাকতে হবে। বাবুদের মনোরঞ্জন······I mean নাচ দেখাতে হবে। তোমাকে টোপ ফেলে আমি ধীরে ধীরে আমার দুই বাবুকে গ্রাস করবো। তারপর তুমি হবে রানী আমি হব রাজা হাঃ···হাঃ ··হাঃ।

পারুল। ওগো তুমি আমাকে এত লোভ দেখিও না। আমি বড় অভাগী—জন্মের পর মা, বাবাকে খেয়েছি—ছোটবেলায় বিয়ে হয়

—তারপর ছমাসের মধ্যে তাকেও খেয়েছি···তাবপর সব অন্ধকার ...অথৈ জলেব মধ্যে আমি তলিয়ে যাচ্ছি···তোমাব যদি এত দয়া, তবে তুমি দয়া কবে...

মিঃ ঘোষ। আমি বলেছিতো পাকল, আমি তোমাকে বুকে তুলে নেব, তোমাকে আব তলিযে যেতে দেব না। লক্ষ্মীটি, আমাব কথায় বাজী হও! এতে তো কোন পাপ নেই···তুমি আমাব মুখ চেযে আব একবাব অভিনয় কব।

পাকল। বেশ আমি বাজী। তুমি পাশে থাকলে আমাব ভয় কি? মবতেও আব আমি ভয় পাব না।

মিঃ ঘোষ। তবে আমি বাবুদেব এঘবে নিয়ে আসি, তুমি একটু অপেক্ষা কর লক্ষ্মীটি। [মিঃ ঘোষেব প্রস্থান]

[একটু পবে মিঃ আগরওযালা, ভবানী ও মিঃ ঘোষ-এব প্রবেশ]

ভবানী। এ মেয়েটি কে, ঘোষ?

মিঃ ঘোষ। আজ্ঞে একজন বাঈজী। আমাব বিশেষ পবিচিতা। আজ বহুদিন বাদে মিঃ আগবওয়ালা আমাদেব এখানে এলেন বলে আমি একটু আনন্দ উৎসবেব আয়োজন কবেছি Sir। অদ্ভুত নাচে মেয়েটি। Super excellent !!

আগরওয়ালা। এ কেয়া বাৎ হ্যায়! বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা।

মিঃ ঘোষ। তা ছাড়া [মিঃ গাঙ্গুলীকে] আপনাব মনটা কেমন যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছে দেখছি···শুধু কাজ আর কাজ। আপনার তো একটু recreation দরকার। কই আপনাবা বসুন, স্যার। কই দেবী, নাচ শুরু করুন, নিন দেরী করবেন না।

[পারুল নাচিতে লাগল]

ভবানী। বাঃ মেয়েটি তো বেশ নাচে! অপূর্ব!

আগরওয়ালা। এ কেয়া বাৎ হ্যায়। বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা!

মিঃ ঘোষ। কি স্যাব নাচ পছন্দ হোল তো?

আগরওয়ালা। বহুৎ খুব! এ কেয়া বাৎ হ্যায়! উস্‌কী নাম কেয়া হ্যায়?

পারুল। পারুল।

আগরবওয়ালা। এ কেয়া বাৎ হ্যায! বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা। আর লেও, লেও, বকসিস্ লেও। বহুৎ কোষ্ট হয়েছে লেও লেও। [দশটাকা দিল] লাজকা কৈ বাৎ নেহি। লেও লেও।

পারুল। মাঝে মাঝে আমাব নাচ দেখতে আসবেন তো?

আগবওয়ালা। [বিগলিত হয়ে] এ কেয়া বাৎ হ্যায়! জরুর আসবে, জরুর আসবে।

পারুল। তবে আমি এখন আসি।

ভবানী। অ্যাঁ যাবে? আচ্ছা যাও! এই নাও তোমাব বকসিস্।

[দশ টাকা বকসিস্ দিলেন]

[পারুল নমস্কার কবে চলে গেল]

ভবানী। ঘোষ, তুমি একবার প্রশান্তকে এখানে পাঠিয়ে দাওতো!

মিঃ ঘোষ। যাচ্ছি স্যার। [প্রস্থান]

ভবানী। মিঃ আগরওয়ালা, আপনি একটু পাশের ঘরে kindly অপেক্ষা করুন। আমি ছেলের সঙ্গে কথাটা শুরু করি তারপর আপনি আসবেন।

আগরওয়ালা। এ কেয়া বাৎ হ্যায়! বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা।

[প্রস্থান]

[ভবানীপ্রসাদ পায়চারী করতে থাকেন, প্রশান্ত প্রবেশ করে]

প্রশান্ত। বাবা!

ভবানী। এস প্রশান্ত।

প্রশান্ত। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

ভবানী। হ্যাঁ বোস বাবা। তোমার সঙ্গে আজ আমার কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা আছে। কিছুদিন হতেই তোমাকে তা বলা প্রয়োজন বলে মনে করছি। কিন্তু কাজের চাপে তা হয়ে ওঠেনি! দেখ প্রশান্ত, তুমি সাবালক হয়েছ; বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, স্বাস্থ্যে সবদিক থেকেই উপযুক্ত আর আমি সারাজীবন ধরে কঠোর পরিশ্রম করে জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছেছি। আজ আমি বড় ক্লান্ত। তাই আমার ইচ্ছা আমার আজীবন সাধনার ফল এই প্রতিষ্ঠান তুমি নিজের হাতে তুলে নাও। আমি জানি তুমি সৎ, ন্যায়পরায়ণ তাই আমার ভয় হয় তুমি প্রথমে যখন আমার এই বিরাট ফ্যাক্টরীর অন্ধকার দিকটি দেখতে পাবে—তখন ঘৃণায় তুমি শিউরে উঠবে। বিবেক তোমার বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। কিন্তু বাবা, আমার অনুরোধ, তুমি স্থিরভাবে ভেবে দেখবে···আমি যা-কিছু করেছি তা তোমার মুখের দিকে চেয়েই করেছি...

প্রশান্ত। এ সব আপনি কি বলছেন বাবা? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

[নেপথ্যে—May I come in Sir]

ভবানী। Yes!

[মিঃ ঘোষের প্রবেশ]

মিঃ ঘোষ। মিঃ আগরওয়ালাকে পাঠিয়ে দেব Sir ?

ভবানী। হ্যাঁ।

[মিঃ ঘোষের প্রস্থান]

আমার কারবারের পার্টনার ও বিশেষ বন্ধু মিঃ বদ্রীদাস আগরওয়ালা আসছেন প্রশান্ত, তাঁকে নমস্কার করো।

আগরওয়ালা। এ কেয়া বাৎ হ্যায়। আরে রাম রাম বাবুজী।

ভবানী। নমস্তে, নমস্তে ! মেহেরবানি করকে বৈঠিয়ে।

প্রশান্ত। নমস্তে মিঃ আগরওয়ালা।

আগরওয়ালা। নমস্তে, আরে এ কোন্ আছে গাঙ্গুলীসাহাব ?

ভবানী। আমার ছেলে প্রশান্ত।

আগরওয়ালা। এ কেয়া বাৎ হ্যায়! আপকা লেড়কা! বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা! তা আভি প্রশান্তবাবুকো কারবারমে ঘুসিয়ে দিন ! আপনি এতো বড় ব্যবসাদার আছেন আর আপনার লেড়কা ইধার-উধার ঘুম্‌বে এ তো ঠিক বাৎ না আছে গ্যাঙ্গুলীসাব। হামার সাথে ভিড়িয়ে দিন—সোব ঠিক করে দেবো।

ভবানী। হ্যাঁ, সেই কথাই একটু আগে প্রশান্তকে বলছিলাম। আমার বয়স হয়েছে, কখন আছি—কখন নেই। এখন এসবের দায়িত্ব ওকেই নিতে হবে। তবে কি জানেন মিঃ আগরওয়ালা ছেলেবেলা থেকেই ও কোন অন্যায়কে সহ্য করতে পারে না। ওর মা ঠিক এমনই ছিল। তাই এতদিন ওকে আমাদের কারবারের সব গোপন কথা বলতে সাহস পাইনি।

প্রশান্ত। এসব কি বলছেন বাবা ? আমাদের এ ফ্যাক্টরী তো শুধু ওষুধের ফ্যাক্টরী···কতলোক এতে কাজ করে তাদের

সংসার প্রতিপালন করে। কত মুমূর্ষূ রোগী তাদের জীবন ফিরে পায়।

আগরওয়ালা। এ কেয়া বাৎ হ্যায! হারে প্রশান্তবাবু এ তো আপ উপরওয়ালা ফ্যাক্টারীকা বাৎ কব বহা হৈ! মগর নীচেওয়ালা এক ছোটাসা ফ্যাক্টাবী হ্যায়।

প্রশান্ত। নীচেওয়ালা?

আগরওয়ালা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—নীচেওয়ালা! আংরেজীমে যিসকো কহতাহৈ আণ্ডারগ্রাউণ্ড! উস্‌মে সব নকলী দাওয়া বন রহা হৈ।

প্রশান্ত। [বজ্রাহতের মত] নকলী দাওয়া···মানে···মানে···জাল ওষুধ! বাবা এসব কথা কি সত্যি? বাবা আপনি চুপ করে আছেন কেন? বলুন এসব সত্যি ?? এত বড় পাপ !!!

আগরওয়ালা। পাপ! [অট্টহাস্য] এ কেয়া বাৎ হৈ। আরে প্রশান্তবাবু, আপনি আভিতক্ লেড়কা আছে! সোব কথা বুঝতে পারেন না! বোড়া বিজিনেস্‌মে এসব কাম তো হামেশাই হোতা হ্যায়? আর ইস্‌মে হামাদের পাপ কেইসে হোগা? হামবা না চোখ্‌মে দেখ্‌লাম····না হাত্‌মে ছুঁলাম। দাওয়া নকলী করলোতো····করম্‌চারীরা। পাপ হোবে তো করম্‌-চারীর হোবে।····

প্রশান্ত। আপনি চুপ করুন। এসব কথা বলতে আপনার লজ্জা করে না? টাকার লোভে বিবেককে বিসর্জন দিয়েছেন।

ভবানী। প্রশান্ত! মিঃ আগরওয়ালাকে অপমান করার অর্থ আমাকে অপমান করা! তোমার এতদূর স্পর্ধা!

প্রশান্ত। বাবা, আপনার পায়ে ধরে মিনতি করছি···এখনও ফিরুন···এত বড় পাপ, এত বড় অধর্ম—এ কখনও সহ্য হয় না···হতে পারে না! বাবা!

ভবানী। [বিরক্ত হয়ে] আঃ প্রশান্ত, পাগলামী করো না, যাও! তুমি এখন বিশ্রাম করোগে। পরে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবো! [প্রশান্ত প্রস্থানোদ্যত] দাঁড়াও! যে সব কথা তুমি জানলে তা যদি কোনদিন তোমার দ্বারা প্রকাশ হয় তবে ছেলে বলেও তোমায় ক্ষমা করবো না। যাও!! [প্রশান্তের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[মাস্টাব মশাইয়েব গৃহপ্রাঙ্গণ। কুটিব। সময় সন্ধ্যা। দাওয়ায় মাস্টার-মশাই শাস্ত্রপাঠ কবছেন। সতী তুলসীতলায় প্রদীপ দেখিয়ে শাঁখ বাজিয়ে ঘরের মধ্যে চলে যায়। একটু পরে কুঞ্জব প্রবেশ]

কুঞ্জ। প্রণাম হইগো দাদাঠাকুব।

পণ্ডিত। কে? কুঞ্জ! এস বাবা—বস।

কুঞ্জ। আমার মা কোথায় গো! আমার সতী মা?

[সতীব প্রবেশ]

সতী। কে কুঞ্জকাকা? এ দুদিন আসনি কেনগো? বোস, তোমার জন্যে চা করে আনি।

কুঞ্জ। থাক মা, আজ আর চা খাব না। কদিন ধরেই শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছিল। কাল-পরশুতো বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারিনি।. তোদের বাপ-বেটীকে না দেখ্‌তে পেয়ে দুদিন যে আমার কি কষ্ট হয়েছে তা আর কি বলব মা?

সতী। আর আমাদের বুঝি কষ্ট হয়নি?

কুঞ্জ। জানিস মা, সারাদিন লোকের দোরে দোরে ঘুরে গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াই। তাতে আমার পেটের ক্ষিদে মেটে কিন্তু মনের ক্ষিদে মেটে না। সন্ধ্যাবেলায় তোদের গান শোনালে আমার যে কি শান্তি হয় তা ভগবানই জানেন। বোস মা বোস, একটু স্থির হয়ে বোস। দুদিন ধরে শুয়ে শুয়ে একটা নতুন গান বেঁধেছি—তোদের শোনাই। ও দাদাঠাকুর, পুঁথিটা মুড়ে এবার আমার দিকে একটু কান দাও না বাপু।

পণ্ডিত। [হেসে] আচ্ছা রে আচ্ছা, তুই গান শুরু কর, আমি শুনছি।

কুঞ্জ। [গান]

ও তোর কেনাবেচা শেষ করে দে
এবার হিসাব মেলা,
ওরে, দিনমণি বসল পাটে
ফুরিয়ে যায় রে বেলা।
এবার হিসাব মেলা॥
জমা কত, খরচ কত
সারা জীবন পেলি কত ?
খোতেন খুলে দেখ রে এবার
ধার করেছিস অবিরত।
শোধ রে দেনা। যমের সেনা।
ঐ যে আসে ছুটে।
ওরে অবোধ মন, মরিস কেন
মিছেই মাথা কুটে।
শেষ করে দে সকল খেলা।

ওরে মন, এবার হিসাব মেলা।
ফুরিয়ে যায় রে বেলা॥

সতী। বাঃ, ভাবী সুন্দর হয়েছে কুঞ্জকাকা। আমাব খুব ভাল লেগেছে।

কুঞ্জ। কেমন, শুনলে গো দাদাঠাকুর? নাকি, বসে বসে শুধু আমার গানের ব্যাকরণ ভুল ধরছিলে?

পণ্ডিত। সত্যি, অদ্ভুত তোর এই গান রে কুঞ্জ। ওরে, তোর ভুল ধরবার ক্ষমতা আমার নেইরে কুঞ্জ। আমরা শিখি চোখ দিয়ে, আর তুই শিখেছিস মন দিয়ে ··· তোর সমস্ত হৃদয় দিয়ে।

কুঞ্জ। থাক বাপু, থাক। আমাকে আর এত ভালো বলতে হবে না। শেষকালে আমার আবার গরম দাঁড়িয়ে যাবে। আচ্ছা, আজ তাহলে চলি দাদাঠাকুর—প্রণাম। চলিগো মা। বেঁচে থাকলে কাল আবার জ্বালাতে আসবো। [প্রস্থান]

পণ্ডিত। সতী!

সতী। কি বাবা!

পণ্ডিত। আমার সেই জিজ্ঞাসাব জবাব দেবার আজই শেষ দিন মা।

সতী। [ম্লান হেসে] কি জিজ্ঞাসা বাবা?

পণ্ডিত। আমার কথাটা যেন এড়িয়ে যাচ্ছিস মা। আমি তো তোকে বহু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি মা যে বিধবা-বিবাহে কোন দোষ নেই। তাছাড়া তোকে তো কুমারীই বলা চলে মা। তুই আমায় বিশ্বাস কর সতী, আমি অন্তর থেকেই একথা বলছি। তুই তো জানিস, এরমধ্যে এতটুকু অন্যায় থাকলে তোকে আমি একথা বলতাম না।

সতী। বাবা, আমার উত্তরও তো তুমি পেয়েছ। তুমিই আমার নাম রেখেছিলে সতী। তুমি আমায় আশীর্বাদ কর বাবা, আমি যেন আমার সঙ্কল্পে অটল থাকতে পারি। তোমার সুনাম যেন বজায় রাখতে পারি, আর আমার জন্যে হিন্দু বিধবার পবিত্র নামে যেন কোনদিন কোন কলঙ্কের দাগ না লাগে।

পণ্ডিত। [জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত রাখেন] আঃ, তুই আমায় বাঁচালি মা। আমাকে একটা বিরাট দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচালি। তোকে আমি আশীর্বাদ করি মা, তোর সুনাম দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ুক। দেশের লোক তোকে মা বলে জানুক।

[প্রশান্তেব প্রবেশ]

প্রশান্ত। স্যার!

পণ্ডিত। কে প্রশান্ত! এস বাবা এস, বস! কি ব্যাপার হঠাৎ এ অসময়ে? তোমাকে যেন খুব অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে প্রশান্ত? কি হয়েছে বাবা?

প্রশান্ত। বলছি স্যার। দিদি, একগ্লাস জল খাওয়াবেন? [সতী জল আনতে গেল] জীবনে দারুণ একটা আঘাত পেয়েছি স্যার। এর চেয়ে আমার মৃত্যুও ভাল ছিল।

পণ্ডিত। কি ব্যাপার প্রশান্ত? এত উতলা হয়ো না। সব কথা খুলে আমাকে বল বাবা।

[সতী জল আনে]

আগে জলটা খেয়ে নাও···একটু স্থির হও···আর কিছু খাবে?

প্রশান্ত। না স্যার, ক্ষিদে নেই। আজ সারাদিন কিছুই খাইনি···· কেবল পাগলের মত পথে পথে ঘুরেছি। কিন্তু কিছুই ঠিক

করতে পারলাম না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আপনার কথা। তাই এ অসময়ে ছুটে এলাম।

সতী। বাবাকে সব কথা খুলে বল প্রশান্ত। এত হতাশ হয়ো না।

প্রশান্ত। জানেন স্যাব, আমাদের এই যে বিরাট ফ্যাক্টরী, এত অর্থ প্রতিপত্তি এসবের মূলে বাবার...মানে···[হঠাৎ চুপ করে যায়] ···মানে বাবার পরিশ্রমেই···বুঝলেন স্যার !

পণ্ডিত। [মৃদু হেসে] কি ঘটেছে তা আমি জানি না প্রশান্ত, হয়ত কোন পারিবারিক কলঙ্ক...সেটা তোমার প্রকাশ করা উচিত নয় বা আমারও শোনা উচিত নয়। তোমার যদি কোন জিজ্ঞাসা থাকে তবে তা নির্ভয়ে আমাকে বল প্রশান্ত।

প্রশান্ত। আচ্ছা স্যাব, বাপ যদি কোন অন্যায়, মানে ন্যায়ের বিচানে ঘোরতর পাপ করেন বা করতে যান তবে সৎ ছেলের সেখানে কর্তব্য কি? ছেলে কি বাপকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে পাবে না?

পণ্ডিত। এ বড় কঠিন প্রশ্ন প্রশান্ত [কিছুক্ষণ ভেবে] পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক হচ্ছেন মানুষের বিবেক। অন্যদিকে পিতা পরমগুরু। পিতার জন্য পুত্র নিজের বিবেক বিসর্জন দিতে পারে না ঠিক কথা, কিন্তু পুত্র পিতার অন্যায়ের জন্য তাঁকে শাস্তি দিচ্ছে এ দৃশ্যও কল্পনা করা কঠিন। আমার মনে হয় পুত্রের কর্তব্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে তার পিতাকে অন্যায়ের পথ থেকে ফিরিয়ে আনা! তোর কি মনে হয় সতী?

সতী। তোমার কথাই ঠিক বাবা।

প্রশান্ত। আপনার উপদেশ আমার মনে থাকবে স্যার! আচ্ছা, আজ তাহলে চলি।

[দ্রুত প্রস্থান]

[নেপথ্যে। "স্যার; স্যাব আছেন! সতী...সতী!"
জ্যোতিশংকবেব প্রবেশ। একহাতে ফুলের মালা, অন্য হাতে বড একটা কাপ]

জ্যোতি। স্যার! আপনার আশীর্বাদে আমার জয় হয়েছে [প্রণাম] নিখিল-বঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতায় আমার নাটক প্রথম হয়েছে... প্রত্যেকটি বোদ্ধা শ্রোতা আর সমালোচক একবাক্যে আমার নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন।

সতী। কোন্ নাটকটা জ্যোতিদা?

জ্যোতি। "বাংলার মেয়ে।"

সতী। তাহলে আমারই জয় হয়েছে বল?

জ্যোতি। [হেসে] কেন?

সতী। বারে, এর মধ্যেই ভুলে গেলে? তুমি না সেদিন বলছিলে যে আমার মধ্যেই তুমি তোমার ঐ "বাংলার মেয়ে" নাটকের প্লট খুঁজে পেয়েছিলে।

জ্যোতি। [হেসে ওঠে] ওঃ! এই কথা! বেশত, কাপটা তবে তুমিই নাও।

[সতীর হাতে কাপটা দেয়। সতী কাপটা ভালভাবে দেখে ...আঁচল দিয়ে মুছে আবার জ্যোতির পাশেই রেখে দেয়]

জ্যোতি। সতী! অয়ি ভগিনী! এক কাপ চা খাওয়াতে পার। সেই ভোরবেলায় কোলকাতা বেরিয়েছি...এখনও পেটে কিছু পড়েনি।

"কণ্ঠ আমার শুষ্ক আজিকে,
বাঁশী সঙ্গীতহারা
একহাতে কাপ, একহাতে মালা
খালি পেট শুধু করে জ্বালাজ্বালা।"

[মৃদু হেসে সতী ভিতরে চলে যায়]

পণ্ডিত। জ্যোতি! এতক্ষণ আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম বাবা। তোমার জয়ে আমি গর্বিত। তোমার মধ্য দিয়ে যেন আমি আজ আমার সারা জীবনের শিক্ষকতার পুরস্কার পেলাম। তোমায় আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও! সফল হও।

জ্যোতি। এ তো আপনারই জয় স্যার। আমার যা-কিছু পুঁজি সবতো আপনারই দেওয়া। আশীর্বাদ করুন স্যার, যেন আপনার নির্দেশিত পথ ধরে আমি সারাটা জীবন চলে যেতে পারি। যেন কোন দিন পথভ্রষ্ট না হই। [প্রণাম]

পণ্ডিত। [উদাত্ত কণ্ঠে] জ্যোতিশংকর, দেশের আজ বড় দুর্দিন। মানুষের বড় অভাব। প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলতে হবে। তুমি পারবে···তোমার মধ্যে সে প্রতিভা আছে। আমি জানি তুমি পারবে। কিন্তু বাবা, তার আগে নিজেকে খাঁটি করে গড়ে তুলতে হবে [সতী চা আনে] নিজে খাঁটি না হলে, নিজে সৎ না হলে, সৎ মানুষ গড়বে কেমন করে? চেয়ে দেখ বিগত শতাব্দীর দিকে, অসংখ্য মনীষীর জন্ম হয়েছে এই দেশে—আর আজ? কোথায় গেল তাঁরা? কোথায় গেল তাঁদের আত্মা? আত্মা তো অবিনশ্বর! Great souls are floating in the ether!

কিন্তু তাঁদের আসবার ঠাঁই নেই...Soil নেই! প্রস্তুতি নেই! জ্যোতি, পারবে না তুমি তোমার ঐ নাটকের মাধ্যমে এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে বাঁচাতে? পারবে না এদের নরকের পথ থেকে টেনে ফিরিয়ে আনতে? পারবে না, পারবে না?

জ্যোতি। পারবো কিনা জানি না স্যার, তবে আপনার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমি আজীবন সাধনা করে যাব। এখন তাহলে যাই স্যার। এখনও বাড়ী যাইনি...অমলা ভাবছে···সেই ভোর-বেলায় বেরিয়েছি।

সতী। সেকি এখনও বাড়ী যাওনি জ্যোতিদা? বৌদি তবে ভীষণ-ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আসবার সময় একবার খবর দিয়ে এলেই তো পারতে?

জ্যোতি। সত্যিই খুব অন্যায় হয়ে গেছে। আমি তাহলে চলি স্যার। [প্রস্থান]

মাস্টার। সতী আজ আমার বড় আনন্দের, বড় সুখের দিন মা!

সতী। আকাশের অবস্থা বেশ ভাল নয়····এখুনি বোধহয় ঝড় উঠবে···ভিতরে, এস বাবা। [প্রস্থান]

[কিছুক্ষণ বাদে টর্চ-হাতে মিঃ গাঙ্গুলীর প্রবেশ]

গাঙ্গুলী। উপেনবাবু আছেন নাকি?

মাস্টার। কে? আস্থে ভবানীবাবু? আপনি? এই··· অসময়ে—

গাঙ্গুলী। এই অসময়ে আমাকে কেন এখানে আসতে হোল তা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন উপেনবাবু।

মাস্টার। আপনার উদ্দেশ্য আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

গাঙ্গুলী। সব কিছু বুঝেও না বোঝবার ভান করলে বেহাই পাবেন না উপেনবাবু। ভবানী গাঙ্গুলীকে চেনেন নিশ্চয়ই!

মাস্টার। দেখুন ভবানীবাবু, ছলনা করাকে আমি ঘৃণা বোধ করি। আমি আপনাকে সত্য কথাই বললাম। আর আমাকে এভাবে ভয় দেখিয়ে আপনাব কিছু লাভ হবে বলে মনে হয না।

গাঙ্গুলী। আমাব ছেলে প্রশান্ত আজ সন্ধ্যায় এখানে এসেছিল?

মাস্টার। হ্যাঁ।

গাঙ্গুলী। সে কি কি কথা এখানে বলে গেছে সব কিছু আমাকে খুলে বলুন উপেনবাবু।

মাস্টার। আমাকে কি আপনি আদেশ করছেন ভবানীবাবু?

গাঙ্গুলী। আপনাব যা অভিরুচি তা আপনি ভাবতে পারেন, তবে আমাব প্রশ্নেব জবাব আমি চাই?

মাস্টাব। আব যদি জবাব না দিই?

গাঙ্গুলী। তাহলে · কে? কে ওখানে? [চমকে ওঠেন]

[টর্চেব আলো ফেললে দেখা গেল ভোলাপাগল দাঁড়িযে আছে]

ভোলা। কে? কে তোমরা? আমাব শ্যামলকে দেখেছ? আমার শ্যামল !! আমার শ্যামল !!

গাঙ্গুলী। [চমকে ওঠে] শ্যামল! ওঃ, তুমি ভোলা···

ভোলা। হাঃ,···হাঃ···হাঃ ঠিক চিনেছ, ঠিক চিনেছ···আমি ভোলা ···আমি ভোলা হাঃ···হাঃ···হাঃ! কিন্তু আমার শ্যামল? [চিৎকার করে ওঠে] শ্যামল, ওরে শ্যামল! আয়, ফিরে আয়! শ্যামল! [দ্রুত প্রস্থান]

[ঝড়ের আওয়াজ হতে থাকে]

পঞ্চম দৃশ্য

[জ্যোতিশংকবেব কক্ষ। সময় বাত্রি। ঝড়েব আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ব্যস্তভাবে জ্যোতির প্রবেশ, হাতে কাপ]

জ্যোতি। অমলা, অমলা··· অমলা! ছুটে এস, দেখবে এস আমি কি এনেছি অমলা! কি ব্যাপার? সব গেল কোথায়? [ছুটে ভিতরে চলে যায়। একটু পবেই ফিরে আসে] ও ঘরে ও তো কেউ নেই। অমলা! স্বপন! ভুবনদা! [নেপথ্যে ভুবনের গলা "খোকাবাবু!"] ভুবনদা!

[একটু পরে ভুবন ও স্বপনের প্রবেশ, হাতে লণ্ঠন]

ভুবন। খোকাবাবু, তুমি এসেছ? বৌমাকে দেখলে? বৌমা?

জ্যোতি। ভুবনদা, কি বল্‌ছ তুমি? কোথায় গেছে অমলা?

স্বপন। বাবা, মা নেই।

জ্যোতি [পাগলের মত] নেই! কি বল্‌ছ তোমরা? সব কথা আমায় খুলে বল ভুবনদা। অমলার কি হয়েছে?

ভুবন। কিছুই বুঝতে পারছি না খোকাবাবু। ভয়ে আমার হাত পা কাঁপছে···বিকেল থেকে শুধু পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি আর বৌমাকে খুঁজছি।

স্বপন। বাবা, আমার মা কোথায় গেল? বল না বাবা? মা?

ভুবন। চুপ কর দাদুভাই, চুপ কর। এখুনি আসবে···তোমার মা বেড়াতে গেছে—এখুনি ফিরে আসবে। [কেঁদে ফেলে] ফিরে এসে তোমাকে কত আদর কোরবে—চুমু খাবে।

জ্যোতি। কখন গেছে, কোথায় গেছে তোমাকে বোলে যায়নি? তুমি কি কিছুই জান না ভুবনদা?

ভুবন। না খোকাবাবু! বিকেল বেলা দাছুভাইকে ইস্কুল থেকে আনবার জন্য যখন বেরুচ্ছি, দেখি বৌমা বসে বসে সেলাই করছে। ফিরে এসে আর আমার মা লক্ষ্মীকে দেখ্‌তে পাইনি—তখন থেকে দাছুভাই আর আমি শুধু হু হু করে কাঁদ্‌ছি আর পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছি।···কি হবে খোকাবাবু? আমাদের মা লক্ষ্মীর কি হবে? খোকাবাবু!

জ্যোতি। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না ভুবনদা। না বলে অমলা ত কোনদিন কোথাও যায় না।

ভুবন। তবে কি কোন বিপদ-আপদ···

জ্যোতি। ভুবনদা, আমার কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তুমি এক কাজ করো—ক্লাবে গিয়ে খবর দাও। ডাক্তার, রসিদ, প্রশান্ত এদের যাকে পাও সঙ্গে কোরে নিয়ে আসবে।

ভুবন। সেই ভাল। আমি এখুনি যাচ্ছি।

[প্রস্থান] [ঝড়ের আওয়াজ]

স্বপন। বাবা, আমার বড় ভয় করছে। মা কোথায় গেল?

জ্যোতি। মা? আসবে বাবা—এখুনি ফিরে আসবে ভয় কি? আমি রয়েছি।

[*হঠাৎ জ্যোতির নজর পড়ে টেবিলের উপর একটা চিঠি পড়ে আছে*]

জ্যোতি। চি—ঠি! [দ্রুত পড়তে থাকে···হাত কাঁপে, মুখের ভাবের ঘন ঘন পরিবর্তন হতে থাকে, নিশ্বাস দ্রুত]

[পাগলের মত চীৎকার করে ওঠে] ভুবনদা—ভুবনদা!!

[ঝড়ের আওয়াজ আরও জোর হয়]

ভুবন। [নেপথ্যে] খোকাবাবু!

জ্যোতি। [জোরে] ফিবে এস! যেও না! ভুবনদা!

[ভুবন ফিরে আসে]

ভুবন। কি হোল খোকাবাবু! বৌমা কি ফিবে এসেছে?

জ্যোতি। [পাগলের মত] না। সে আর ফিবে আসবে না ভুবনদা—

ভুবন। খোকাবাবু!

[ঝড, জল ও বজ্রাঘাতেব আওয়াজ]

জ্যোতি। সে আমায়···সে আমায়···চিবদিনেব মত পরিত্যাগ কোরে গেছে।

[কেঁদে ওঠে]

ভুবন। পাগলের মত কি যা তা বল্‌ছ খোকাবাবু! স্থির হও! খোকাবাবু!

জ্যোতি। ভুবনদা, আমি তো কোন পাপ, কোন অন্যায় করিনি। অমলাকে তো আমি কখনও কোন কষ্ট দিইনি। তাকে আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম—তবে ···তবে আমায় এ-শাস্তি সে কেন দিয়ে গেল ভুবনদা? কেন সে এমনি করে আমাকে চুবমাব করে দিয়ে গেল?

ভুবন। খোকাবাবু, স্থির হও। উতলা হোয়ো না। আমি বল্‌ছি তুমি ভুল বুঝেছ। বৌমা আমাব সতীলক্ষ্মী—তাঁর নামে কলঙ্ক দিও না।

জ্যোতি। ওরে ভুবনদা, আমিও যদি তোর মত ভাবতে পারতাম যে এসব ভুল, এসব মিথ্যে, তবে···তবে আমিও মনে সান্ত্বনা পেতাম ভুবনদা। কিন্তু না, এ যে বড় নির্মম সত্য। এই যে

দেখ না···এই যে অমলার চিঠি! যাবার আগে আমাকে সে চাবুক মেরে জানিয়ে দিয়ে গেছে যে "আমি চল্লাম।"

স্বপন। বাবা...আমার মা কোথায় গেছে বাবা। আমার মা?

জ্যোতি। তোর মা? ওরে স্বপন, তোর মা আর তোর কাছে ফিরে আসবে না রে। তোকে সে পরিত্যাগ কোরে গেছে।

[কেঁদে ওঠে]

স্বপন। কেন বাবা? আমি ত কোন দুষ্টুমি করিনি?

জ্যোতি। [চীৎকার করে ওঠে] অমলা! স্বপন বল্ছে—সে ত কোন দুষ্টুমি করেনি। তবে কেন তুমি তাকে পরিত্যাগ কোরে গেছ? বল, জবাব দাও। জবাব দাও।

[অমলার ছবিটা ধীরে নাড়তে থাকে]

অমলা, অমলা। জবাব দাও। জবাব দাও।

[ঝড়, জল ও বজ্রাঘাতের আওয়াজ হতে থাকে]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[জ্যোতির শয়ন কক্ষ। সময় রাত্রি। জ্যোতির চেহারার অবিশ্বাস্য পরিবর্তন হয়েছে। একদিনেই যেন তাব বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে। জ্যোতিশঙ্কর আপন মনে বেহালা বাজাচ্ছে। মনের যত ব্যথা সব যেন বেহালাব স্বুরে ঝরে পড়ছে। কিছুক্ষণ পরে ভুবন আসে।]

ভুবন। বাবু......খোকাবাবু। ......খোকাবাবু।

[বেহালা বাজান বন্ধ হয়]

জ্যোতি। কে? ও ভুবনদা।

ভুবন। কিছু খাবে চল খোকাবাবু। এমনি কোরে শুকিয়ে থাকলে কদিন বাঁচবে? লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোন।

জ্যোতি। স্বপন খেয়েছে ভুবনদা।

ভুবন। হ্যাঁগো হ্যাঁ, খেয়েছে। তবে ঘুম পাড়াতে খুব নাকাল দিয়েছে। কিছুতেই শোবে না, খালি "মা কবে আসবে" আর "মা কবে আসবে"—সেই এক কথা। মা ছাড়া কোনদিন ও থাকে নি।

জ্যোতি। তুমি খেয়ে নাওগে যাও ভুবনদা, আমি এখন থাব না। খিদে নেই।

ভুবন। তোমার হাতে ধরে মিনতি করছি খোকাবাবু। আমার কথা শোন। কিছু খেয়ে নাও।

জ্যোতি। [বিরক্ত হয়ে] আঃ ভুবনদা, আমাকে একটু একা থাকতে দাও, হাত জোড় করে বলছি—আমাকে আর জ্বালিও না। তুমি যাও এখান থেকে।

ভুবন। তোমার যা ইচ্ছা করো তুমি। আমার আর কি? আমি যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। চোখের সামনে এমন সোনার সংসার ছারখার হয়ে যাবে—এ আমি দেখতে পারব না।

[প্রস্থান]

জ্যোতি। [আপন মনে] সোনার সংসার ছারখার হয়ে যাবে। সোনার সংসার ছারখার হয়ে যাবে। অমলা, অমলা। এ তুমি কি করলে? আমাব এত আশা এত স্বপ্ন সব ভেঙ্গে চুরমার কবে দিলে! তোমাব এত প্রেম, এত ভালবাসা......সবই কি মিথ্যা...সবই কি অভিনয়?

[মিঃ ঘোষেব প্রবেশ]

মিঃ ঘোষ। Good evening my friend!

জ্যোতি। ঘোষ, এস ভাই।

মিঃ ঘোষ। Without permission তোমার বেড-রুমে ঢুকে পড়লাম বলে কিছু মনে করনি ত বন্ধু?

জ্যোতি। না-না কিছু মনে কর্‌ব কেন।

মিঃ ঘোষ। তোমার দুর্ঘটনার কথা শুনলাম, তাই এ অসময়েও না এসে থাকতে পারলাম না। অমলা যে তোমাকে এমন ভাবে বিট্রে কোরবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। Really, it is a bolt from the blue.

জ্যোতি। Truth is stranger than fiction, ঘোষ।

মিঃ ঘোষ। Never mind! তুমি ঘাবড়ে যেও না বন্ধু। তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার এ রকম ভাবে মুষড়ে পড়া সাজে না।

জ্যোতি। তুমি জান না ঘোষ, এ যে কত বড় একটা মর্মান্তিক আঘাত, কত লজ্জা।

মিঃ ঘোষ। আরে ব্রাদার, লজ্জা বল আর আঘাতই বল, সব ত মনের ব্যাপার। মনকে দৃঢ় কর। এ রকম sentimental হ'লে আজকালকার দিনে বেঁচে থাকবে কি করে? সামান্য একটা মেয়েছেলের জন্য কাঁদতে শুরু করে দিলে। আরে ছি-ছি। আর তিনি হয়ত এতক্ষণ আরামসে মজা লুঠছেন। ও সব দুষ্ট মেয়েছেলেদের কথা ভেবে ভেবে মন খারাপ করো না। Eat, drink and be marry ! Come on !

[সিগারেট ধরাল]

[একটু পরে মদের বোতল বার করে]

জ্যোতি। ওটা কি? মদ! না ঘোষ, ও সব বিষ আমি ছুঁই না।

মিঃ ঘোষ। আরে বাবা, একি আর ঐ সব আজেবাজে দেশী মদ... এ হচ্ছে খাস বিলিতী জিনিষ! আঙ্গুরের রস থেকে তৈরী। You may call it a tonic, a medicine। ওষুধের মত এক চুমুক করে খাবে......আর মনের শান্তি ফিরে পাবে। Don't be superstitious !

জ্যোতি। মনের শান্তি! মনের শান্তি আর কোনদিন ফিরে পাব না ঘোষ। জীবনের বাকি কটা দিন ঠিক এমনি করে অশান্তির আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। আচ্ছা ঘোষ, তুমি বল্‌তে পার কি এমন মহাপাপ আমি করেছি যার জন্য অমলা আমাকে এই শাস্তি দিয়ে গেল।

মিঃ ঘোষ। আবার তুমি সেই পাগলামি শুরু করলে জ্যোতি। অমলার কথা তুমি আর ভাবতে পারবে না—This is my earnest request. তুমি অমলাকে চিনতে পার নি—তার

অভিনয়েই মজেছ। গোড়া থেকেই সে অত্যন্ত কুৎসিত জীবন যাপন করত। আমি সবই জানি তবে তুমি মনে আঘাত পাবে বলে এতদিন কিছু বলিনি। Even Devil knoweth not what is in the heart of a woman!

যাকগে, অনেক রাত হয়ে গেছে, আমি চলি! I again request you to forget her! Try to hate her! Bye bye! [প্রস্থান]

[জ্যোতি অস্থির ভাবে পায়চারি করতে থাকে]

জ্যোতি। অমলা কুৎসিত জীবন যাপন করত! সে আমার সঙ্গে অভিনয় করে গেছে! ওঃ।

[মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে]

না আর ভাবতে পারি না। মাথা দিয়ে যেন একটা আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে!......কি রকম যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।... একটু মদ খাব নাকি? ঘোষ যে বলে গেল মনের শান্তি ফিরে পাওয়া যায়। কিন্তু না...না। কিসের না? খেলেই বা, কিছুই দোষ নেই। একটু খাই......সামান্য।

[একটু মদ খেল]

[আবার পায়চারি করতে থাকে]

[হঠাৎ নজরে পড়ে টেবিলের উপর রামকৃষ্ণের মূর্ত্তি]

ঠাকুর, ঠাকুর, লোকে বলে আমি নাট্যকার, কিন্তু তুমি আমার জীবন নিয়ে এ কি করুণ নাটক লিখ্‌ছ ঠাকুর। আমাকে মুক্তি দাও ঠাকুর, আমাকে মুক্তি দাও! ঠাকুর!

[ভুবনের প্রবেশ]

ভুবন। খোকাবাবু, অনেক রাত হয়ে গেল। আমাকে এবার ছুটি দাও। একি তোমার মুখে মদের গন্ধ! খোকাবাবু, একি সর্বনাশ করছ তুমি।

জ্যোতি। হ্যাঁ ভুবনদা, আমি মদ খেয়েছি। তোমাকে যাতা বলেছি·····তবুও ত আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি না।

[নেপথ্যে স্বপন— 'মা, মা গো"।]

ভুবন। ঐ দেখ, স্বপনের আবার ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

[দ্রুত প্রস্থান]

[জ্যোতি আবার মদ খায়। তার পর বেহালা বাজাতে থাকে। একটু পরে স্বপনের প্রবেশ, পিছনে ভুবন।]

ভুবন। আমি পারলুম না খোকাবাবু। কিছুতেই ওকে ঘুম পাড়াতে পারলুম না। কেবল সেই এক বুলি—"মা" আর "মা"।

জ্যোতি। স্বপন, লক্ষ্মী ছেলে, যাও তোমার ভুবন দাদুর কাছে শুয়ে পড়গে যাও। দুষ্টুমি করতে নেই, যাও।

স্বপন। না, আমি কারও কাছে শোব না·······আমার মা কোথায় গেল! আমার মা!

জ্যোতি। তোমার মা বেড়াতে গেছে বাবা! তুমি ঘুমিয়ে পড়লেই সে আবার ফিরে আসবে।

স্বপন। সব মিছে কথা·······আমার মাকে এনে দাও......শিগগির এনে দাও বলছি।

ভুবন। ছি দাদুভাই, দুষ্টুমি কোরতে আছে? চল আমরা দুজনে মিলে ঘুমিয়ে পড়ি। লক্ষ্মীটি—

[হাত ধরে]

স্বপন। [হাত ছাড়িয়ে নেয়] না আগে আমার মাকে এনে দাও। দাও না।

জ্যোতি। [রেগে যায়] স্ব-প-ন ! যাও শুয়ে পড়।

স্বপন। [কেঁদে ওঠে] মা ! আমার মাকে এনে দাও। দাও না।

জ্যোতি। চুপ ! আবার যদি মায়ের নাম করেছিস তবে তোকে আমি......

ভুবন। খোকাবাবু, তুমিও পাগল হ'লে নাকি? ছোট ছেলে, মাকে ছেড়ে কি থাকতে পারে?

জ্যোতি। না পারে ত আমি কি করব ?

ভুবন। এস দাদুভাই, আমরা ও ঘরে পালিয়ে যাই। তোমার বাবা খুব রেগে গেছে।

স্বপন। আগে মাকে এনে দাও ! দাও না ! আমার মাকে এনে দাও ! দাও না।

[জ্যোতি বেগে গিয়ে পাগলের মত স্বপনকে মারতে থাকে]

জ্যোতি। চুপ কর, চুপ কর বলছি। নইলে মেরেই ফেল্‌ব। চুপ কর !

[ভুবন জ্যোতিকে থামাতে চেষ্টা করে]

ভুবন। ছেড়ে দাও খোকাবাবু, ছেড়ে দাও—মরে যাবে যে ! তোমার পায়ে পড়ি ছেড়ে দাও, আর মেরো না।

[জ্যোতি স্বপনকে তবুও মারতে থাকে, স্বপন চীৎকার করে কাঁদে, ভুবন এক হাতে জ্যোতিকে বাধা দেয়, অন্ত হাতে স্বপনকে জড়িয়ে ধরে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

মাটির নিচে গুপ্তঘর। একটি মাত্র মজবুত দরজা। একটি ছোট জানালা—মোটা শিক দেওয়া। ছোট একটা খাটিয়ার উপর বিছানা পাতা—তাতে অমলা বসে আছে। বিভ্রান্ত হতাশ দৃষ্টি। পাগলের মত। অস্পষ্ট আলো। একটু পরে মিঃ ঘোষ আসে।]

মিঃ ঘোষ॥ কেমন আছ অমলা? গরীবের বাড়ীতে এসে খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই। ......কি জবাব দিচ্ছ না যে। [অমলা অগ্নিদৃষ্টিতে ঘোষের দিকে তাকিয়ে থাকে] আ হা হা। অমন ভাবে চেও না...আমি ভস্ম হয়ে যাব যে। আচ্ছা অমলা—

অমলা॥ আমাকে নাম ধরে ডাকবি না শয়তান!

মিঃ ঘোষ॥ [হেসে উঠে] এখনও তেজ! অহঙ্কার! তুমি বোধ হয় তোমার অবস্থার কথাটা ঠিক ধারণা কোরতে পারছ না অমলা। তুমি হয়ত স্বপ্ন দেখছ যে এখান হ'তে তুমি মুক্তি পাবে। আবার তুমি তোমার প্রাণেশ্বরের কাছে ফিরে যাবে। কিন্তু সে আশা সফল হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তুমি শুনে রাখ অমলা, আমাদের Factoryর এই underground room থেকে একটা মাছিও জীবন্ত অবস্থায় আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাইরে যেতে পারে না।

অমলা॥ আমাকে এ ভাবে আটকে রাখার উদ্দেশ্য কিরে শয়তান?

মিঃ ঘোষ॥ [হেসে] উদ্দেশ্য? সে অতি মহৎ। আমি তোমার পাণিগ্রহণ করতে চাই—তা সে স্বেচ্ছায় হউক আর বল প্রয়োগেই হোক······অমলা তুমি ত জান, তোমাকে ছাড়া আমার বেঁচে থাকা নিষ্ফল। অমলা!

অমলা ॥ ঘোষ, তুমি কি মানুষ না জানোয়ার।

মিঃ ঘোষ ॥ বা, বা, চমৎকার তোমার সম্ভাষণ দেবী। চমৎকার! শয়তান, জানোয়ার, তুই—হাঃ হাঃ হাঃ। আমার শেষ কথা শুনে রাখ অমলা, তুমি বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে আমার মুঠোর মধ্যে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে তোমাকে মুক্ত করতে পারে। এখন তুমি যদি স্বেচ্ছায় ধরা দাও আর আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর তবে তার প্রতিদানে তুমিও এখানে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাতে পারবে। আর তা যদি না কর তবে তোমাকে চরম নির্যাতন ভোগ করতে হবে এবং তার জন্য শেষে আমাকে দোষ দিতে পারবে না। এখনও ভেবে দেখো অমলা।

[অমলা হঠাৎ ঘোষের পায়ে পড়ে যায়]

অমলা ॥ না—না—তুমি এমন ভাবে আমার চরম সর্বনাশ ক'রো না—তুমি আমার ভাইয়ের মত। আমি যদি তোমার কাছে কোন অপরাধ করে থাকি তবে তার জন্য আমি তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি...তুমি আমাকে ছেড়ে দাও...তোমার পায়ে পড়ি···আমাকে ছেড়ে দাও।

মিঃ ঘোষ ॥ আরে—আরে ও কি করছ? ছি-ছি! উঠে পড়।

[পা ছাড়িয়ে নিয়ে অমলাকে দাঁড় করায়। তারপর আবেগভরে]

অমলা, তোমার ঠাঁই আমার পায়ের নীচে নয়—তোমার স্থান আমার এই হৃদয়ের মধ্যে! অমলা!

অমলা ॥ শয়তান, পিশাচ! তোর প্রাণে কি দয়া মায়া বলে কিছুই নেই।

মিঃ ঘোষ॥ আমার প্রাণে দয়া মায়া আছে বলেই ত তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না অমলা। এ পৃথিবীতে এক আমি ছাড়া বর্তমানে তোমার আর দ্বিতীয় কোন আশ্রয় নেই অমলা। কারণ তোমার স্বামী জানে যে তুমি তাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছ। আসবার আগে তার নামে চিঠি লিখে রেখে এসেছ—"হে নাট্যকার তুমি চিবকাল তোমার নাটক নিয়েই মজে আছ, আমার দিকে ফিরেও তাকালে না। আমি চল্লাম—তুমি তোমার নাটক নিয়েই থাক।" হাঃ-হাঃ-হাঃ।

অমলা॥ [স্তব্ধ হয়ে যায়] এ চিঠি কে লিখেছে শয়তান ?

মিঃ ঘোষ॥ আমি লিখেছি প্রেয়সী, অবশ্য তোমারই বকলমায়। তোমার গানের খাতাটা আমি নিয়েছিলাম। গান শিখবার জন্য নয় প্রিয়া—তোমার হাতের লেখা জাল করবার জন্য।

[অমলা পাগলেব মত দৌড়ে এসে ঘোষের গলা টিপে ধরে]

অমলা॥ শয়তান, নরকের কীট—-তুই !

[ঘোষ অমলার হাত হতে মুক্ত হয়ে তাকে এক ধাক্কা মারে। অমলা মাটিতে পড়ে গিয়ে হাঁপাতে থাকে।]

মিঃ ঘোষ॥ এই শেষবারের মত তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম অমলা। আর কখনও যদি তুমি আমার অবাধ্য হও তবে চাবকে তোমার পিঠের ছাল তুলে দেব।

[পায়চারি করতে থাকে]

কেন শুধু শুধু কষ্ট পাবে অমলা, স্বেচ্ছায় আমাকে গ্রহণ করো দেখ্‌বে তোমাকে আমি রাণীর মত রেখে দেব।

[পারুলের প্রবেশ]

পারুল ॥ কোন রাণীগো ? সুয়োরাণী না দুয়োরাণী ?

মিঃ ঘোষ ॥ কে ? পারুল—[চমকে ওঠে]

[পারুল খিল খিল করে হেসে ওঠে]

পারুল ॥ চমকে উঠলে কেন ?

মিঃ ঘোষ ॥ তুমি এ ঘরের সন্ধান জানলে কেমন ক'রে ? কি ক'রে এলে ?

পারুল ॥ কেন, যেমন ক'রে তুমি এলে।

মিঃ ঘোষ ॥ হেঁয়ালী রাখ। বল, কেমন ক'রে এখানে ঢুকলে ?

পারুল ॥ তোমার পিছু পিছু এসেছি।

মিঃ ঘোষ ॥ আমার পিছু পিছু ? দারোয়ানরা আটকায়নি ?

পারুল ॥ না—তারা ভাবলে তুমিই আমাকে নিয়ে যাচ্ছ।

মিঃ ঘোষ ॥ এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

পারুল ॥ দরজার পাশটিতে দাঁড়িয়ে তোমার প্রেমালাপ শুনছিলাম।

মিঃ ঘোষ ॥ [ক্ষিপ্তের মত] পারুল ! তোমার স্পর্ধা দেখছি খুব বেড়ে গেছে।

পারুল ॥ সে কি গো, আমার স্পর্ধা বাড়বে না ত কার বাড়বে ? আর তুমিই ত আমাকে বাড়িয়েছ, "তুমি রাজা আর আমি রাণী।" [খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে]

মিঃ ঘোষ ॥ চুপ কর। সত্য কথা বল কেন তুমি এখানে ঢুকেছ ? কি তোমার উদ্দেশ্য—কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে ?

পারুল ॥ সত্যি বলছি, তুমি বিশ্বাস কর কোন উদ্দেশ্যে এখানে আমি আসিনি। তোমার চালচলন দেখে আমার কেমন সন্দেহ

হ'ল তাই তোমার পিছু নিয়েছিলাম। এখানে এসে যে আমার সতীনকে দেখতে পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

মিঃ ঘোষ ॥ আমাকে এখনও তুমি ঠিক চিনতে পারনি পারুল।

পারুল ॥ এবার একটু একটু চিনছি বই কি।

মিঃ ঘোষ ॥ শোন পারুল, আমাদের নীচেকার এই সব গুপ্ত ঘরের সন্ধান যারা পায় তাদের বাকী জীবনে উপরকার আলোবাতাস ভোগ করা আর হয়ে ওঠে না। তোমাকেও এখন থেকে এইখানেই থাকতে হবে।

পারুল ॥ [আর্তস্বরে] সে কি ! [নেপথ্যে—"বাবু"]

মিঃ ঘোষ ॥ কেরে—[নেপথ্যে "আমি শ্যামল, খাবার এনেছি"] নিয়ে আয়।

[শ্যামলের প্রবেশ, হাতে খাবার]

মিঃ ঘোষ ॥ তুমি খেয়ে নাও অমলা, এখন আমি যাচ্ছি। শোন, তোমাকে মনস্থির করবার জন্য আরও দুদিন সময় দিলাম। শ্যামল, তুই এদের দেখাশোনা করিস্ কিন্তু খবরদার কোন কথাবার্তা কইলে চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব।

[মিঃ ঘোষ চলে যায় আবার হঠাৎ ফিরে আসে]

মিঃ ঘোষ ॥ কি পারুল, তুমি ত বাইরে যাওয়ার জন্য কোন অনুরোধ করলে না ? তুমি কি মুক্তি চাও না ?

পারুল ॥ তাতে কোন লাভ হবে না বলেই করিনি। বাইরে থেকে সবই দেখেছি কিনা। আচ্ছা, তুমি কি ভেবেছ এটা কলিযুগ বলে ভগবান নেই।

মিঃ ঘোষ ॥ চুপ কর! তোর ঐ পাপমুখে আর ভগবানের নাম উচ্চারণ করিসনি।

[দ্রুত প্রস্থান]

অমলা ॥ মানুষ লেখাপড়া শিখে যে এত নীচে নামতে পারে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। সত্যিই ভগবানের রাজ্যে কি বিচার নেই?

শ্যামল ॥ আপনারা চুপ করুন, কথা বলবেন না—বাবুর নিষেধ আছে।

অমলা ॥ কে তুমি? ·····শ্যা-ম-ল।

শ্যামল ॥ [অবাক হয়ে যায়] বৌ-দি! আপনি এখানে?

পারুল ॥ কোন শ্যামল? সেই ভোলাপাগলার ছেলে শ্যামল নাকি?

শ্যামল ॥ ভোলা পাগলা! তবে কি বাবা পাগল হয়ে গেছেন!

অমলা ॥ হ্যাঁ ভাই—তোমার শোকেই তার এই অবস্থা।

শ্যামল ॥ কি করব বৌদি, এখান থেকে বেরুবার কোন উপায় নেই। আজ দেড় বছর আমি এখানে বন্দী।

পারুল ॥ [অমলাকে] তুমি কে ভাই?

শ্যামল ॥ এনাকে চেনেন না? জ্যোতিদার বৌ।

পারুল ॥ জ্যোতিদার বউ? আপনি! আপনাকে ঐ শয়তান কি ভাবে ধরে নিয়ে এল?

অমলা ॥ সেই সর্বনাশা দিনে আমার স্বামী কলকাতা গিয়েছিলেন। বিকালবেলা হঠাৎ একজন ভদ্রবেশী শয়তান মটর চেপে এসে হাজির হয়, বলে আমার স্বামীর মটর accident হয়েছে। অবস্থা

খুবই খারাপ···হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আমাকে একবার দেখ্‌তে চায়। সেই কথা শুনে আমি পাগলের মত তার সঙ্গে মটরে গিয়ে উঠি—তারপর যেন ঘুম পেতে থাকে···যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন দেখি এই পিশাচের হাতে পড়েছি।

শ্যামল॥ উঃ কি শয়তান। এদের অসাধ্য কাজ কিছুই নেই বৌদি এইসব মাটির তলার ঘরে কি হয় জানেন বৌদি···ওষুধ জাল হয়।

অমলা॥ ওষুধ জাল।

শ্যামল॥ আমার মত মোট বারজন ছেলে এখানে কাজ করে। কাউকেই বাইরে যেতে দেয় না বৌদি, পাছে সব কথা আউট হ'য়ে যায়! আরও কত কি কুকীর্তি যে এখানে হয়······

[হঠাৎ মিঃ ঘোষের প্রবেশ। হাতে শংকর মাছের চাবুক]

মিঃ ঘোষ॥ আরও কি কি কুকীর্তি এখানে হয় শ্যামলকুমার!

[শ্যামল ভয়ে কাঁপতে থাকে]

শ্যামল॥ আর কখনও এমন কথা উচ্চারণ কর্বনা বাবু—এবারের মত মাফ করুন—[পায়ে ধরে]

মিঃ ঘোষ॥ মাফ কর্ব! মাফ্‌! বেইমান······শয়তান!

[চাবুক মারতে থাকে। শ্যামল আর্তনাদ করে। অমলা ও পারুল ভয়ে শিউরে ওঠে]

তৃতীয় দৃশ্য

[ভবানী গাঙ্গুলীর ড্রইং রুম। আধুনিক ভাবে সুসজ্জিত। ভবানীবাবু ও মিঃ আগরওয়ালা আলোচনারত]

ভবানী। যাক্ একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত রইলাম মিঃ আগরওয়ালা।

মিঃ আগরওয়ালা। এ কেয়া বাত হ্যায়! জরুর, জরুর। আপকা চিন্তা করনেকা কৈ কারণ নেহী! হামি তো আপনাকে পহেলে বোলেছে গ্যাঙ্গুলী সাব ইনকাম ট্যাক্স আউর একসাইজ ডিউটিকা সোব ঝামেলা হামি ঠিক কোরে দেবে। আপকা কুছ ডর নেহী। এ কেয়া বাত হ্যায়···ও শালে অফিসার লোক হামকা বহুত প্যার করতা হ্যায়!

ভবানী। তার প্রমাণ ত আমি বহুবার পেয়েছি মিঃ আগরওয়ালা। এই জন্যই তো আমি আপনার উপর নির্ভর করে পরম নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

মিঃ আগরওয়ালা। এ কেয়া বাৎ হ্যায়—বিলকুল নিশ্চিন্ত হোনা ভি আচ্ছা নেহী গ্যাঙ্গুলী সাব। হামাদের কারবার বহুৎ risky আছে। আজকাল শালে লোক পেপারমে "নকলী দাওয়া" "নকলী দাওয়া" করকে বহুৎ চিল্লানে শুরু কিয়া! ইস ফ্যাকটারীমে নকলী দাওয়া বন রহা হৈ—এ প্রুফ হো যায়গা তো punishment avoid করনা বহুৎ মুস্কিল হো যায়গা।

ভবানী। এ ত ঠিক কথা মিঃ আগরওয়ালা। তবে আপনি ত জানেন আমরা যতদূর সাধ্য precaution নিয়ে থাকি। আমাদেরকে সন্দেহ করা খুবই শক্ত।

মিঃ আগরওয়ালা। এ কেয়া বাৎ হ্যায়, কাল রাতমে একঠো information মিলা হ্যায় গ্যাঙ্গুলী সাব। Private report মিলা হ্যায় কি central সে কৈ বড়া ডিটেকটিভ ইস জায়গা পর ঘুম রহা হৈ! মগর উসকা কিয়া মতলব—এ তো পাত্তা নেহী মিলা।

ভবানী। [ভয় পেয়ে] কি বলছেন মিঃ আগরওয়ালা। এ খবর যদি সত্যি হয় তবে ত আমাদের পক্ষে খুবই ভয়ের কথা। লোকটাকে যেমন করে হোক খুঁজে বার করতেই হবে। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না?

মিঃ আগরওয়ালা। এ কিয়া বাৎ হ্যায়—কিয়া কাম?

ভবানী। বড় বাবুকে ডেকে পাঠালে হয় না?

মিঃ আগরওয়ালা। এ কিয়া বাৎ হ্যায়—কুছ নেহী হোগা। লোকাল সে district তক কিসিকা কৈ পাত্তা নেহী মিলা। হাম enquiry কিয়া। একদম উপর সে আয়া···বহুৎ প্রাইভেট মে কাম কর রহা হৈ।

ভবানী। আমার মাথায় কোন মতলব আসছে না মিঃ আগরওয়ালা। আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।

[নেপথ্যে মিঃ ঘোষ "May I come in, sir!"]

ভবানী। Yes!

[মিঃ ঘোষের প্রবেশ। সঙ্গে ধূর্জটী। ধূর্জটী উভয়কে নমস্কার করিল]

মিঃ ঘোষ। Good morning, sir! নমস্তে মিঃ আগরওয়ালা।

মিঃ আগরওয়ালা। নমস্তে, নমস্তে! এ কেয়া বাৎ হৈ, আপকা ঐ নাচনেওয়ালী কাঁহা গয়ী মিঃ ঘোষ? আউর এক রোজ নাচ দেখাইয়ে।

মিঃ ঘোষ। [অবাক হবার ভান করে] নাচনেওয়ালী!

মিঃ আগরওয়ালা। এ কেয়া বাৎ হ্যায়....হাঁ-হাঁ নাচনেওয়ালী, যিসকী নাম থা পারুল।

মিঃ ঘোষ। ও হো—সেই পারুলের কথা বলছেন স্যার! তার কথা আর বলবেন না। যত সব বাজে মেয়েছেলে। কোথায় যে পালিয়েছে তার কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না, sir.

মিঃ আগরওয়ালা। এ কেয়া বাৎ হৈ। বহুৎ আফশোষ কি বাৎ।

ভবানী। বোস হে ধূর্জটী, বোস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

ধূর্জটী। কি যে বলেন স্যার। আপনাদের সঙ্গে কি একাসনে বসতে পারি? আপনারা হচ্ছেন মনিব।

ভবানী। ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে সব কথা পাকা হয়ে গেছে ত হে?

[সকলের অলক্ষ্যে জানালা দিয়ে ভোলা উঁকি মারে]

মিঃ ঘোষ। হ্যাঁ সার, ষ্ট্রাইকটা যাতে না হয় তার জন্য একটা গণ্ডগোল বাধাতে ও রাজী আছে। তবে একটু বেশী মজুরী চাইছে স্যার। পুরোপুরি এক হাজার টাকা চাইছে।

মিঃ আগরওয়ালা। এ ক্যায়া বাৎ হৈ! এক হাজার রোপেয়া!

ভবানী। এ তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ধূর্জটী।

ধূর্জটী। না স্যার, কাজের তুলনায় বেশী চাইনি। এসব কাজে ভীষণ risk আছে স্যার। যদি ওয়ার্কাররা জানতে পারে যে আমি দালালি খেয়ে strike-টা spoil ক'রে দিচ্ছি তবে প্রাণ বাঁচানো দায় হ'য়ে যাবে স্যার।

মিঃ আগরওয়ালা। এ কেয়া বাৎ হৈ! আরে বাবা পানসো লে লেও।

ধূর্জটী। পারব না স্যার। আমায় মাফ করুন।

ভবানী। আচ্ছা হে আচ্ছা। পুরো ছশ টাকাই তুমি পাবে। যাওহে ঘোষ ক্যাশিয়ারকে বলে দাও—ওকে টাকাটা আজই দিয়ে দিতে।

মি ঘোষ। আচ্ছা স্যার। শোন হে ধূর্জটী, আরেকটা কাজ তোমাকে ক'রে দিতে হবে।

ধূর্জটী। বলুন স্যার।

[ভোলা উঁকি মারে]

মিঃ ঘোষ। একটা বেকার ছোকরাকে এনে দিতে হবে। দুচার বছরের জন্য অফিসের কাজে বাইরে পাঠাব। দেশে ফিরতে পাবে না।

ধূর্জটী। আগের ছেলেগুলোত এখনও ফিরল না স্যার।

মিঃ ঘোষ। ফিরবে হে—ফিরবে—সময় হলেই ফিরবে। আচ্ছা তুমি এখন একটু আমার ঘরে গিয়ে wait কর। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

[ধূর্জটী সকলকে নমস্কার করে চলে গেল]

শ্যামলটা বড় বেইমানী করছে স্যার, ওকে সরিয়ে দিতে হবে।

মিঃ আগরওয়ালা। এ কেয়া বাৎ হৈ, জরুর জরুর! আরে বাবা, বেইমানকো একদম দুনিয়াসে হটিয়ে দেবে......উসমে কৈ পাপ নেহী!

[ভোলা ব্যস্ত ভাবে উঁকি মারে]

ভবানী। [চমকে উঠে] কে? কে ওখানে? ঘোষ, quick, quick! দেখতো, কে যেন জানালা দিয়ে উঁকি মারলো।

[ঘোষের দ্রুত প্রস্থান]

মিঃ আগরওয়ালা। এ কেয়া বাৎ হৈ। এতনা সাহস কিসীকা নেহী হোগা গাঙ্গুলী সাব। আপকা দিলমে বহুত ডর হো গয়া ইস লিয়ে আপ ঝুটা ঝুটা......

ভবানী। ঝুটা নয় মিঃ আগরওয়ালা...আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম কে একজন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল।

মিঃ আগরওয়ালা। [হেসে উঠে] এ কেয়া বাৎ হৈ ! তব আপকা আঁখ মে কই বিমারী হো গয়া হৈ জরুর।

[মিঃ ঘোষের প্রবেশ]

মিঃ ঘোষ। কই, কাউকে ত দেখতে পেলাম না স্যার। নিশ্চয়ই আপনার মনের ভুল। লোকটা ত আর হাওয়ায় মিশে যেতে পারে না।

ভবানী। মনের ভুল। কিন্তু আমি যে স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

মিঃ আগরওয়ালা। ডর মৎ করিয়ে গ্যাঙ্গুলী সাব। ডর মৎ করিয়ে। আচ্ছা আজ হাম চলে। জয় রামজী।

ভবানী। জয় রামজী।

মিঃ ঘোষ। আমিও এখন যাচ্ছি স্যার।

ভবানী। যাও।

[মিঃ ঘোষ ও আগরওয়ালার প্রস্থান। ভবানীবাবু উঠে পায়চারি করেন। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে চারিদিক দেখতে থাকেন। একটু পরেই প্রশান্তর প্রবেশ]

ভবানী। [চমকে ওঠেন] কে ? ও প্রশান্ত। কিছু বলবে ?

প্রশান্ত। আমি বিদায় চাইতে এসেছি বাবা।

ভবানী। বিদায় ?

প্রশান্ত। হ্যাঁ বাবা। আমি, আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। কোথায় যাব জানি না। তবে এই পাপপুরীতে আর একটি মুহূর্তও আমি থাকতে পারছি না।

ভবানী। প্রশান্ত।

প্রশান্ত। আপনার পায়ে ধরে বহু অনুরোধ করেছি বাবা, আমার চোখের জলও বৃথা হয়েছে—অন্যায় অধর্মের পথ থেকে আপনাকে ফেরাতে আমি পারিনি।

ভবানী। থাক প্রশান্ত, ছেলে হ'য়ে বাপকে আর উপদেশ দিতে এস না।

প্রশান্ত। না বাবা, আপনাকে উপদেশ দেবার স্পর্ধা আমার নেই। আপনার কাছে আমি যে ভিক্ষা চেয়েছিলাম তা আপনি দেন নি। আমি জানি আপনার ভুল একদিন ভাঙ্গবে। কিন্তু তখন দেখবেন যে ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

ভবানী। প্রশান্ত, তুমি কি বলতে চাও স্পষ্ট করে বল।

প্রশান্ত। নূতন করে আমি কিছুই বলতে চাই না বাবা, আর আজ আমি সে জন্য আসিওনি। আপনার সঙ্গে আমার হয়ত এই শেষ দেখা। আমায় বিদায় দিন বাবা। [প্রণাম করল] আশীর্বাদ করুন যেন কোন দিন সত্যের পথ হতে বিচ্যুত না হই।

[প্রস্থান]

[ভবানীবাবু পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকেন]

চতুর্থ দৃশ্য

[চায়ের দোকান। কানন দোকানে বসে আছে। কেনারাম চা তৈরী করছে। সময় সন্ধ্যা। ছবি ও তৃষ্ণার্ত।]

ছবি। কই বাবা কেনারাম, এক কাপ চা দাও। আমার চিত্ত-ঘোড়া যে চাঁহা চাঁহা করছে।

তৃষ্ণার্ত। নাহি ভয়, নাহি ভয়, পাবে তুমি আজ পৈসে। আজ নগদ দাম দিয়ে দেব বৌদি। মাইরি বলছি।

কানন। আগে চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে যাও বাছা, তারপর চা পাবে। তোমাদের কথায় আমার বিশ্বাস নেই।

তৃষ্ণার্ত। এত অবিশ্বাস তুমি কেন কর মোরে, হে দেবী। বুক ফেটে যায়। লজ্জায়, ঘৃণায় বুক ফেটে যায়। দীর্ঘদিন ধরে অনাবৃষ্টি হ'লে যেমন ভাবে মাঠ ফেটে যায় ঠিক সেই ভাবে।

ছবি। আহা, উপমা কালিদাসস্য। যাক ভাই পয়সাটা ফেলে দে, আপদ মিটে যাক। নেশা ছুটে যাচ্ছে। আমার দামটাও দিস্ ভাই, টিউশানীটা যোগাড় করলেই তোকে সব মিটিয়ে দেব। আমি কারো পয়সা মারব না—তুই দেখে নিস্।

[তৃষ্ণার্ত পয়সা দিল]

কানন। দু কাপ চা দে কেনারাম।

তৃষ্ণার্ত। তুমি একটা রেডিও কেন বৌদি, আজকালকার Tea Stall রেডিও ছাড়া চলে না। দিনরাত ধরে—

"সৈখাঁ আনারে
মৈখাঁ যানারে—ছম্ ছমা—ছম্-ছম্।

এই রকম গান চলবে—তবেই ত জমবে।

[বয় চা দিয়ে যায়]

কানন। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বিদেয় হও। সন্ধ্যাবেলা আর জ্বালিও না বাপু।

ছবি। তৃষ্ণার্ত, একটা কথা কানে এল—সেটা কি সত্যি ?

তৃষ্ণার্ত। কি ?

ছবি। তোকে নাকি সতীদি কান ধরে বার করে দিয়েছে।

তৃষ্ণার্ত। আরে যা—যা। আমার কান ধরবার মত মেয়েছেলে এখনও জন্মায় নি। তবে হ্যাঁ, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছে।

ছবি। কেন রে ? সতীদি ত মাটির মানুষ।

তৃষ্ণার্ত। মাটির মানুষ না হাতী। একটা প্লাস্‌টিকের ফানুষ। আমি একটা অত্যাধুনিক কবিতা শোনাতে গেলুম, কোথায় আমায় খাতির করবে—তা নয় ত একেবারে রাগে ফেটে পড়ল। যত সব।

ছবি। কেন বলত ? কিছু অশ্লীল কবিতা নাকি।

তৃষ্ণার্ত। আরে না—না। একটা খাঁটি অত্যাধুনিক কবিতা—আচ্ছা ভাই তুই শোন—আমার দোষটা কোথায় তুই-ই বল। অবশ্য কবিতাটা সতীকে নিয়েই লেখা।

কানন। হ্যাঁগো বাছা, চা খাওয়া হয়েছে ? তবে দয়া ক'রে এবার বেঞ্চি খালি কর।

তৃষ্ণার্ত। Kindly একটু সময় দাও বৌদি। আমার কবিতাটা একে শুনিয়ে দিই—

সতী, অয়ি সতী
তুমি হও অত্যাধুনিক সতী
শত শত হোক পতি
হও কীলারের মত সাধ্বী

ভেঙ্গে ফেল সব কুসংস্কার
সারা অঙ্গে মাখ কলঙ্ক···
তবে ত হবে তুমি আসমানের চাঁদ।
সতী, অয়ি সতী।

কানন। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার দোকান থেকে। এটা কি মাতলামোর জায়গা পেয়েছ? যাও—

[তৃষ্ণার্ত ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়]

ছবি। মাইরি বলছি বৌদি, আমার কোন দোষ নেই। আমাকে তাড়িয়ে দিও না। বাবা! বৌদির ডাকাতে কালীর মত মূর্তি দেখে—বুকটা এখনও ধড়-ফড় ধড়-ফড় করতা হ্যায়। কেনারাম ······আর এক কাপ চা দে বাবা।

কেনা। আগে পয়সা দিন।

ছবি। ওরে বাবা! এ যে দেখছি বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।

কানন। ধারে চা আমি বেচব না বাছা।

[ধূর্জটীর প্রবেশ, সঙ্গে লগনসিং]

ধূর্জটী। দাও, দাও বৌদি, বাবুকে এক কাপ চা দাও। আমিই দামটা দিয়ে দেব।

কানন। [অবাক হয়ে] কি ব্যাপার? তুমি হঠাৎ আবার দাতা হরিশ্চন্দ্র হয়ে উঠলে কবে থেকে?

ধূর্জটী। বৌদির মেজাজ বোঝাই ভার। ঠিক যেন শরতের আকাশ —কখনও মেঘ আবার কখনও রোদ। কইরে কেনারাম তিন কাপ চা দে।

লগন। সাহাব কা আজ মেজাজ একদম খুস্। কিয়া বাৎ হ্যায়! কৈ আচ্ছা সমাচার মিলা হ্যায় জরুর।

ধূর্জটী। মনে হচ্ছে আর আমাদের ষ্ট্রাইক করার দরকার হবে না। সাহেবরা ভয় পেয়ে আমাদের কিছু কিছু দাবী মেনে নেবে। আপোষেই যদি মিটে যায় তবে আর গণ্ডগোলের দরকার কি?

ভোলা। বলি ও বাবুরা, তোমরা ত সব বেশ মজা করে চা খাবে আর আমি বুঝি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখব? কই একটু চা খাওয়াও······হ্যাঁগো আমার শ্যামলকে খুঁজে পেলে না? তোমরা একটু আধটু খুঁজছ ত?

[বয় চা দিয়ে যায়]

ধূর্জটি। আর একটা চা দিস কেনা।

ভোলা। খুব ভাল ক'রে তৈরী করবি······পাগল বলে আমাকে যেন আবার ঐ খারাপ চা দিস্নি—হাঃ—হাঃ—হা।

ধূর্জটী। কোন চাকরীর খোঁজ পেলে নাকি ছবি?

ছবি। না। কোন দিকেই কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না।

[বয় ভোলাকে চা দেয়]

ধূর্জটী। একটা কাজ করবে ত বল—সাহেবকে বলে কয়ে লাগিয়ে দিই······তবে বাবু বাড়ীর মায়া ত্যাগ করতে হবে। মানে অফিসের কাজে বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে—কবে ফিরবে তার ঠিক নেই। দেখ, রাজী থাকত বল।

ছবি। রাজী, খুব রাজী। আরে বাবা, অফিসের কাজে যদি নরকে যেতে হয় তাতেও—আমি পিছিয়ে যাব না।

লগন সিং। এতো মরদ কা বাত্ হ্যায় ভাই। দুনিয়া মে যাঁহা রূপেয়া মিলেগা, উধার জানা চাহিয়ে।

[ভোলা আপন মনে বিড়বিড় করে বকছে বটে তবে এদের কথা সাগ্রহে শুনছে]

ধূর্জটী। ঠিক আছে, কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা কোরো--আমি সব ব্যবস্থা পাকা করে দেব, চল লগন সিং।

[উঠে পড়ে চায়ের দাম দেয়]

লগন সিং। চলিয়ে সাব

[উভয়ের প্রস্থান]

ছবি। চলি বৌদি।

[প্রস্থান]

ভোলা। [হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে] শ্যামল……ওরে শ্যামল……শোন, শোন……শুনে যা। লক্ষ্মী বাপ আমার, দাঁড়া……শ্যামল

[প্রস্থান]

[কানন ভিতরে চলে যায়। একটু পরে জ্যোতিশংকরের প্রবেশ। একহাতে বেহালার বাক্স। অপর হাতে টফির বাক্স, ফল ইত্যাদি। শরীর আরও খারাপ হয়ে গেছে। রুক্ষ, উদাস, সামান্য মদ খেয়েছে]

জ্যোতি। [আপন মনে] "When religion decays and irreligion prevails, for the protection of the good and destruction of the evil, I manifest Myself again and again." Then why are you so late ? Why ? Do manifest yourself ! Or you are afraid of that."

[হেসে ওঠে। জ্যোতিশংকর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে বসে পড়ে। কাপ ডিস্ গুলো নড়ে ওঠে। কানন বাহিরে আসে]

কানন। কেরে? ও মা! এ যে আমাদের জ্যোতি বাবু! একি চেহারা হয়েছে আপনার? এ কদিন কোথায় ছিলেন?

জ্যোতি। কোথায় ছিলাম? না, কোথাও ছিলাম না। শুধু পাগলের মত পথে পথে ঘুরেছি। দিন নেই রাত নেই শুধু অমলাকে খুঁজে বেড়িয়েছি—তাকে যেমন করে হোক খুঁজে পেতেই হবে। নইলে আমার স্বপনকে যে বাঁচানো যাবে না।

কানন। ওসব কথা ভেবে আর মন খারাপ করবেন না। ভাগ্যে যা আছে তাতো হবেই। একটু চা খাবেন?

জ্যোতি। চা? হ্যাঁ খাব।

[মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে]

কানন। কেনা, ভাল করে এক কাপ চা করে দে। কাপ ডিসটা গরম জলে ধুয়ে দিস, বুঝলি।

কেনা। আচ্ছা মা।

জ্যোতি। জান বৌদি, যখনই মনে হয়, অমলা আমাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে গেছে তখনই কে যেন আমার হৃদয়ের মধ্য হতে চীৎকার করে বলে ওঠে সব ভুল, সব মিথ্যে। আমার কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়। কেন এমন হয়?

[হঠাৎ রহিমের প্রবেশ]

রহিম। আরে জ্যোতিদা, আপনি এখানে? আর আমরা কদিন ধরে আপনার খোঁজে সারাটা দেশ তোলপাড় করছি। কখন বাড়ী ফিরেছেন? খোকা কেমন আছে?

জ্যোতি খোকা? কেন কি হয়েছে তার?

রহিম। সে কি! আপনি এখনও বাড়ী যান নি? সর্বনাশ!

[জ্যোতিব মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়]

আপনি চলে যাবার পর থেকেই স্বপনের খুব বাড়াবাড়ি অসুখ —মেনিন্‌জাইটিস্। ডাঃ রায় বলছেন diagnosis ঠিক হ'য়েছে— ইনজেকশনও ঠিক দেওয়া হচ্ছে—অথচ রোগ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সবাই সন্দেহ করছে—ওষুধ জাল! আমি কলকাতা থেকে ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম··· ··এই ফিরছি। কই তাড়াতাড়ি চলুন—সময় নষ্ট করবেন না জ্যোতিদা—প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান! জ্যোতিদা!

[জ্যোতি টেবিলে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়]

জ্যোতি। You God! How cruel thou Art! আমার শেষ সম্বল ছিনিয়ে নেবার জন্য তুমি হাত বাড়িয়েছ! না—না—না, ওকে আমি ছিনিয়ে নিতে দেব না! No. Never! Never! তোমার কোন সাধ্য নেই। ওকে আমার কাছ 'থেকে ছিনিয়ে নিতে তুমি পারবে না! Never!

[বেহালার বাক্সটাকে স্বপন মনে করে বুকে জড়িয়ে ধরে]

পঞ্চম দৃশ্য

[জ্যোতির শয়নকক্ষ] স্বপন মুমূর্ষু অবস্থায় শুয়ে আছে। মাথার কাছে সতী বসে আছে। উপেন বাবু ও ভুবন দাঁড়িয়ে আছে। ডাঃ রায় একটা injection দিচ্ছেন। সকলেই উদ্বিগ্ন। Injection দেওয়া শেষ হ'লে ডাঃ রায় স্বপনের নাড়ী পরীক্ষা করে Stethescope দিয়ে বুক পরীক্ষা করলেন]

উপেন বাবু। কেমন দেখলে, ডাক্তার ?

ডাঃ রায়। কোন আশাই নেই। Pulse অত্যন্ত feeble, হার্টও খুব দুর্বল, যে কোন মূহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

সতী। অমন কথা বলবেন না ডাক্তার দা। আমি বলছি স্বপন বাঁচবে আপনি হতাশ হবেন না—চেষ্টা করে যান। যেমন করে হোক ওকে বাঁচাতেই হবে। ডাক্তার দা !

ডাঃ রায়। আমি চেষ্টার কোন ত্রুটী করিনি বোন। তবে দুর্ভাগ্য এই যে স্বপনকে বোধ হয় বাঁচাতে পারলাম না।

সতী। বিকারের ঘোরে ও যে আমাকে মা বলে জেনেছে ডাক্তার দা। আমার গলা জড়িয়ে ধরে "মা", "মা" বলে কত কেঁদেছে। আপনার পায়ে পড়ি ওকে যেমন করে হোক বাঁচিয়ে দিন।

উপেন। সতী উতলা হোস্‌নে মা। ডাক্তারের কর্তব্য সে করছে কিন্তু মৃত্যুকে রোধ করবার ক্ষমতা ত মানুষের নেই মা। মনকে শক্ত কর।

ডাঃ রায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্যার, এইসব ওষুধ জাল—নতুবা এ রোগে আজকালকার দিনে কেউ মরে না।

উপেন। যারা এই সব শয়তানী করে তাদের প্রকাশ্যে গুলি করে মারা উচিত ডাক্তার। কিন্তু কে করবে বল ? দেশে বিচার নেই—এইসব পশুদের উপযুক্ত শাস্তি নেই।

ডাঃ রায়। রহিম এখনও ফিরছে না কেন ? সেই সকালে বেরিয়েছে।

সতী। ডাক্তারদা শিগগির দেখুন……স্বপন কেমন করছে।

[সকলে ঝুঁকে পড়ে]

ভুবন। [কেঁদে ওঠে] দাদু ভাই… ‥দাদু ভাই !

সতী। স্বপন—স্বপন।

[কেঁদে বুকে লুটিয়ে পড়ে]

ডাক্তার রায়। [নাড়ী পরীক্ষা করে গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়েন] সব শেষ হয়ে গেছে !

উপেন। নারায়ণ ! নারায়ণ ! [ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন]

সতী। স্বপন, কথা ক' বাবা……সাড়া দে……স্বপন, ওরে স্বপন ! একবার মা বলে ডাক।

ভুবন। দাদু……দাদুভাই…দাদু।

[নেপথ্যে রহিম—"ডাক্তারদা"। রহিমের প্রবেশ, হাতে ঔষধ আর বেহালার বাক্স]

রহিম। ডাক্তারদা আমি ওষুধ এনেছি……এই নিন। এ কি ?

ডাঃ রায়। ওষুধের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে রহিম।

[রহিম পাথর হয়ে যায়। একটু পরেই জ্যোতির প্রবেশ]

জ্যোতি। এই যে ডাক্তার, স্বপন কেমন আছে—আমার স্বপন। কথা বল্‌ছ না কেন ? ডা—ক্তা—র।

ভুবন। [কেঁদে ওঠে জ্যোতিকে জড়িয়ে ধরে] খোকাবাবু তুমি এসেছ …আর একটু আগে আসতে পারলে না ? আমাদের স্বপন যে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। খোকাবাবু।

[জ্যোতির হাত হ'তে টফির বাক্স ও ফলগুলো পড়ে যায়]

জ্যোতি। [চিৎকার করে ওঠে] ভুবন দা! কি ব'লছ তুমি? স্বপন নেই। স্ব-প-ন।

[আস্তে আস্তে স্বপনেব কাছে যায়। তার মুখে হাত বোলায়, মাথায হাত বোলায়। চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে]

সতী। জ্যোতিদা, তুমি ছিলে না তাই তোমার স্বপনকে আমি বুকে তুলে নিয়েছিলাম কিন্তু রাখতে পারলাম না। আমি যে বড় অভাগী······যাকে ধরতে যাই সেই আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালায়। জ্বরের ঘোরে স্বপন আমাকে তার মা মনে করে— আমার গলা জড়িয়ে ধরে 'মা' 'মা' বলে কত কেঁদেছে [কেঁদে ওঠে] স্বপন, কথা ক' বাবা—একবাব চোখ মেলে দেখ, তোর বাবা ফিরে এসেছে। স্বপন! ওরে স্বপন। স্ব-প-ন।

জ্যোতি। আমার উপর অভিমান করেছে, আর কথা বলবে না। স্বপন, আমার সোনার স্বপন আর কথা ব'লবে না। এইটুকু দুধের ছেলে আর কত সহ্য ক'রবে? ওর মা ওর সঙ্গে প্রতারণা করে গেল। ওর বাপ শোকে উন্মাদেব মত হয়ে গিয়ে ওকে 'তিরস্কার করলে—নির্যাতন করলে। কোমল হৃদয়ে এত আঘাত কি কখনও সহ্য হয়? দেখ্ছ না আমি ফিরে এলাম তবু স্বপন আমার দিকে একবারও তাকাল না। ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিলে। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে।

উপেন। জ্যোতি, স্থির হও বাবা, উতলা হোয়ো না।

ভুবন। খোকাবাবু, তুমি কাঁপছ, পড়ে যাবে যে।

[জড়িয়ে ধরে]

জ্যোতি। আচ্ছা ভুবনদা, যাবার আগে স্বপন আমাকে ক্ষমা করে গেছে ত? আমি তার গায়ে হাত তুলেছিলাম······তবু আমি ত তার বাপ···সে আমাকে ক্ষমা করে গেছে ত? ভুবনদা।

ভুবন। [কেঁদে ওঠে] চুপ কর খোকাবাবু—চুপ কর। ও সব কথা মনে এন না। আমার দাদুভাই স্বর্গ থেকে এসেছিল—আবার সেই স্বর্গেই ফিরে গেছে—সে কি তোমার উপর রাগ করতে পারে? জ্ঞান হারাবার আগে তোমাকে আর তার মাকে কত খুঁজেছে আর খালি ঝর ঝর করে কেঁদেছে।

[কেঁদে ওঠে]

জ্যোতি। ভুবনদা, তুই ঠিকই বলেছিস······সে দেবশিশু। তাই এ পাপের সংসারে সে থাক্‌ল না। ওরে ভুবনদা তুই কাঁদ্‌ছিস কেন? কাঁদিস্‌নি। আজ আমার বড় আনন্দের দিন—স্বপন আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। আর আমার কোন বাঁধন রইল না। আজ আমি মুক্ত, বুঝলি ভুবনদা আজ আমি মুক্ত। স্বপন আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে······

[ভুবনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[জ্যোতির শয়নকক্ষ। জ্যোতিশংকর খুবই অসুস্থ। জ্বর খুব বেশী হওয়ার জন্য প্রলাপ বকছে। সময় মধ্যরাত্রি। বাহিরে দুর্যোগের ঘনঘটা। ভুবন শিয়রে বসে আছে]

জ্যোতি। স্বপন···ওরে স্বপন, যাস্‌নে—ফিরে আয়—পালিয়ে যাস্‌নে—আয়, ফিরে আয়। আমার কথা শোন। আঃ—আঃ—অমলা···স্বপন···[ঝিমিয়ে পড়ে] কে? কে তোমরা? বেরিয়ে যাও। Get out। আমার স্বপনকে, আমার অমলাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে এসেছ! Get out।

ভুবন। খোকাবাবু! খোকাবাবু! আমায় চিনতে পারছ না! আমি ভুবন। খোকাবাবু—

জ্যোতি। না—না! কোন কথা আমি শুনতে চাই না। কে, কে তুমি? অমলা? ক্ষমা চাইতে এসেছ! না—না তোমার ঐ মহাপাপের ক্ষমা নেই—ক্ষমা নেই। তোমার জন্য আমার স্বপনকে হারিয়েছি······তোমাকে ক্ষমা ক'রব আমি? হাঃ হাঃ হাঃ। তোমাকে আমি গলা টিপে মারব······

[উত্তেজিত ভাবে উঠতে যায়—ভুবন জোর করে শুইয়ে দেয়। ডাক্তার রায়ের প্রবেশ]

ডাঃ রায়। কি হোল? আবার ডিলিরিয়াম শুরু হয়েছে নাকি?

ভুবন। কি জানি ডাক্তার বাবু—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ভয়ে আমার হাত পা কাঁপছে। আপনি আবার একটু ভাল করে দেখুন ডাক্তার বাবু। আমার খোকাবাবুকে বাঁচান।

ডাঃ রায়। ভয় পেও না ভুবনদা, জ্বরটা খুব বেড়েছে কিনা তাই প্রলাপ বকছে। আচ্ছা আমি একটা Injection দিচ্ছি— একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়বে। তুমি মাথায় Ice bag দিচ্ছ ত?

ভুবন। এতক্ষণ দিয়েছি বাবু······কিন্তু জ্বর কমছে কৈ?

ডাঃ রায়। ভয় নেই ভোরের আগেই কমে যাবে। রোগের চেয়ে মানসিক আঘাতটা বেশী কিনা।

[ডাক্তার জ্যোতিকে Injection দেয়—ঝড় জলের আওয়াজ হচ্ছে]

ডাঃ রায়। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়বে। আলোটা কমিয়ে দিয়ে তুমি এখানেই থেকো। আমি পাশের ঘরেই রইলাম— দরকার হলেই আমাকে ডাকবে। [প্রস্থান]

জ্যোতি। আঃ অমলা, তুমি কোথায়? কত দূরে? কাছে এস— তোমাকে দেখি। স্বপন, স্বপন ছুটে আয়······দেখ্‌বি আয় তোর মা এসেছে! স্বপন······অমলা······আঃ—আঃ—

[আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে—ভুবন আলোক কমিয়ে দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ে—একটু পরে সেও ঘুমিয়ে পড়ে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। অস্পষ্ট আলোয় দেখা যায় উপেনবাবু এসেছেন হাতে একটা খাতা ও একটা পেন। ঝড় জলের আওয়াজ থেমে গেছে।]

জ্যোতি। স্যার আপনি এসেছেন।

উপেন। তোমার লজ্জা হয় না জ্যোতিশংকর। আমার সব আশা আকাঙ্ক্ষাকে তুমি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছ। তোমাকে আমার ছাত্র বলে ভাবতেও ঘৃণা হয়।

জ্যোতি। কেন স্যার?

উপেন। আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন? ছিঃ—ছিঃ। তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে—এ যে আমার স্বপ্নেরও অগোচরে

ছিল। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ছাত্র। তোমাকে নিয়ে আমার কত কল্পনা—কত আশা। তুমি কথা দিয়েছিলে—তোমার নাটকের মাধ্যমে তুমি আমার আদর্শকে জনসমক্ষে প্রচার ক'রবে, নিজেকে আদর্শবান করে গড়ে তুলবে। আর আজ তুমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ জ্যোতিশংকর ?

জ্যোতি। কিন্তু আমার ত কোন দোষ নেই স্যার। সংসার আমাকে দেউলে করে দিল—হৃদয় আমার ভেঙ্গে গেছে। আমার অমলা আমার স্বপন—

উপেন। চুপ। কোন কথা আমি শুনতে চাই না। এই নাও খাতা আর কলম। আজ থেকে তুমি আবার শুরু কর। তোমার ব্রত উদ্‌যাপন কর—এই আমার আদেশ।

[খাতা ও কলম এগিয়ে দিতে যান—কিন্তু জ্যোতি তা নেয় না]

জ্যোতি। আমাকে মার্জনা করুন স্যার। আপনার আদেশ পালন করতে আমি অক্ষম।

উপেন। জ্যোতি অবাধ্য হোয়ে না। তোমার মধ্যে একটা প্রতিভা আছে—তাকে আবার জাগিয়ে তোল।

জ্যোতি। আঘাতে আঘাতে সেই প্রতিভা কবে মরে গিয়েছে স্যার —পড়ে আছে শুধু একমুঠো ছাই।

উপেন। জ্যোতি, আমি আবার বলছি তুমি শুরু কর।

জ্যোতি। না-না-না। আমি পারব না। আমি পারব না।

উপেন। কুলাঙ্গার জ্যোতিশংকর, তুমি একটি কুলাঙ্গার।

[দ্রুত প্রস্থান]

[মঞ্চ একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়—একটু পরে আলো অস্পষ্ট হয়। আবছা আলোয় দেখা যায় অমলা এসেছে। জ্যোতির শিয়রে বসে আছে]

জ্যোতি। অমলা।

অমলা। উঃ।

জ্যোতি। কেমন আছ অমলা ?

অমলা। ভাল—খুব ভাল।

জ্যোতি। আচ্ছা অমলা।

অমলা। কি ?

জ্যোতি। মনে কর, আমরা দুজনে চলে যাচ্ছি—দূরে—বহু দূরে—যেখানে কোন লোক নেই—শুধু ধূ ধূ করছে মাঠ—হঠাৎ একটা বিরাট দৈত্য এসে হাজির হল—তোমাকে ধরবার জন্য সে হাত বাড়াল—তারপর ?

অমলা। যাও, তোমার যতসব উদ্ভট কল্পনা।

জ্যোতি। লক্ষ্মীটি, বল না তখন তুমি কি করবে ?

অমলা। দৈত্যটাকে বধ করে আবার তোমার কাছেই ফিরে আসব।

জ্যোতি। সত্যি ? তুমি ঠিক বলছ অমলা ?

অমলা। হ্যাঁগো—হ্যাঁ—ঠিক বলছি।

জ্যোতি। তবে চল না অমলা—আমরা চলে যাই। এখানে আর আমার একদণ্ডও থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমরা চলে যাব দূরে—বহু দূরে—উপরে নীল আকাশ,—নীচে শ্যামল প্রান্তর—সেখানে আমরা একটা শান্তির নীড় রচনা করব—শুধু—তুমি আর আমি—

অমলা। আর আমাদের স্বপন? তাকে নিয়ে যাবে না?

জ্যোতি। নিশ্চয়ই।

অমলা। তবে তুমি অপেক্ষা কর, আমি স্বপনকে নিয়ে আসি।

জ্যোতি। তুমি পালিয়ে যাবে না ত?

অমলা। না গো না—এই দেখ না—আমি যাব আর আসব।

[দ্রুত প্রস্থান]

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। একটু পরে অস্পষ্ট আলোয় দেখা যায়—স্বপন এসেছে]

জ্যোতি। কে রে, স্বপন? আয়, কাছে আয়।

স্বপন। না, তোমার কাছে যাব না। তুমি খুব দুষ্টু। আমাকে মারলে কেন? আমার মাকে লুকিয়ে রাখলে কেন?

জ্যোতি। লক্ষ্মীটি—আমার কথা শোন—আমার কাছে আয়। স্ব-প-ন। আয়, কাছে আয়। [হাত বাড়ালো]

স্বপন। না, তোমার কাছে আমি যাব না—তুমি বড় দুষ্টু, তুমি আমাকে মারলে কেন? আমি কিছুতেই যাব না।

[দ্রুত প্রস্থান]

জ্যোতি। স্বপন—স্বপন।

[মঞ্চ আলোকিত হয়ে ওঠে। দেখা যায় জ্যোতি উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে—নিশ্বাস দ্রুত বইছে। ঝড় জলের আওয়াজ আবার শোনা যায়]

জ্যোতি। [চিৎকার করে উঠে] স্বপন, অমলা, মাস্টার মশাই—

[ভুবনের ঘুম ভেঙ্গে যায়]

ভুবন। কি হয়েছে খোকাবাবু? কি হয়েছে?

জ্যোতি। ওরা কোথায় গেল ?

ভুবন। কারা ?

জ্যোতি। অমলা ? স্বপন ?

ভুবন। কি বলছ তুমি খোকাবাবু ?

জ্যোতি। এসেছিল—ওরা আমার কাছে এসেছিল !

ভুবন। খোকাবাবু, স্থির হও। তুমি স্বপ্ন দেখেছ।

জ্যোতি। স্বপ্ন ? স্ব-প্ন দেখছি ? স্ব-প্ন ? না না, স্বপ্ন নয়। স্বপ্ন নয়। ঐ যে ওরা এসেছে···আমাকে ডাকছে···স্বপন···অমলা···

[ঝড় জলের শব্দ প্রবল হয়]

[উত্তেজিত ভাবে উঠতে যায়, ভুবন তাকে জড়িয়ে ধরে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গুপ্ত ঘর। খাটিয়ার উপর অমলা বসে আছে—রুক্ষ শরীর, হতাশ দৃষ্টি। একপাশে পারুল দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট আলো]

পারুল। আপনি হতাশ হবেন না দিদি ! আমি বলছি যেমন করেই হোক আপনাকে বাঁচাবই। আমি বেঁচে থাকতে আপনার কোন ক্ষতি হতে দেব না।

অমলা। আজই আমার চরম পরীক্ষার দিন বোন। নানা অছিলায় এ'কদিন নিজের মান ইজ্জত বাঁচিয়ে এসেছি—কিন্তু আজ অদৃষ্টে কি যে আছে তা ঈশ্বরই জানেন। পূর্ব জন্মে কি এমন মহাপাপ আমি করে এসেছি যার জন্য আমার এই শাস্তি ! আমি আর সহ্য করতে পারছি না বোন···এর চেয়ে আমার মৃত্যুও অনেক ভাল।

পারুল। ছিঃ দিদি, অমন কথা বলবেন না। ভগবানকে ডাকুন, নিশ্চয়ই তিনি মুখ তুলে চাইবেন। সতীর উপর অত্যাচার তিনি

কখনও সহ্য করবেন না। আমি ত বলেছি, ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয় তবে আজই আমরা পালিয়ে যেতে পারব।

অমলা। আমি তো বোন, কোন আশাই দেখতে পাচ্ছি না।

পারুল। দারায়ানটাকে এই ক'দিনে আমি প্রায় বশ করে এনেছি। সে আমাকে কথা দিয়েছে যেমন করে হোক আজ আমাদের মুক্ত করবেই।

[বাহিরে দরজায় টোকা মারার শব্দ]

অমলা। দরজায় কে যেন টোকা দিচ্ছে, না?

পারুল। চুপ! মনে হয় দারোয়ানটা এসেছে। ভগবান বোধহয় মুখ তুলে চেয়েছেন।

[ছুটে গিয়ে দবজা খুলে দেয়। মিঃ ঘোষেব প্রবেশ—মদ খেয়েছে। পারুল সভয়ে পিছিয়ে আসে]

মিঃ ঘোষ। কি সুন্দরী, তোমরা বুঝি খুবই হতাশ হলে? দরোয়ানের বদলে আমাকে দেখে প্রাণে বুঝি খুব আঘাত লেগেছে। But I can't help! কি করব বল প্রেয়সী···তোমাদের ত আমি ছেড়ে দিতে পারি না। কত কষ্ট করে, কত টাকা খরচ করে তোমাদের ধরে এনেছি···এত সহজে কি আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে সুন্দরী!

[পারুল অমলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়]

পারুল। আজকে আবার তুমি কি জন্য এসেছ? দিদি ত বলে দিয়েছেন কালকে তুমি তাঁর জবাব পাবে। রোজ রোজ এরকম ভাবে জ্বালাতন করা কি ভাল হচ্ছে?

মিঃ ঘোষ। [অট্টহাস্য করে ওঠে] মেয়ে ব্যারিস্টার অনেক আছে বটে তবে মেয়ে উকিল এই তোমাকেই দেখলাম পারুল। বাহবা,

বাহবা! বেশ ফন্দী খাটিয়েছ বটে! কিন্তু তোমাদের কোন চালাকী আজ আর চলছে না সুন্দরী। আমি অনেক ধৈর্য ধরেছি। তোমাদের অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি। অমলাকে আমার চাই। তাকে আজ আমি শাস্ত্র মতে বিয়ে করব। তুমি সরে যাও পারুল, ওকে আমি নিয়ে যাব। এস অমলা।

পারুল। খবরদার। আমি বেঁচে থাকতে আমার দিদির গায়ে কে হাত দেয় আমি দেখব? সে যতবড় শয়তানই হোক না কেন।

মিঃ ঘোষ। আঃ পারুল! কেন ছেলেমানুষী করছ? যাও, সরে যাও।

পারুল। না।

মিঃ ঘোষ। পারুল!

পারুল। না—না—না!

মিঃ ঘোষ। বেশ, তুমি কি করে আমাকে বাধা দাও আমি দেখব। অমলা, চলে এস শিগগির—অমলা!

[জোর করে অমলাকে ধরতে যায়]

অমলা। না—না [ভয় পেয়ে সরে যায়] তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দাও। আমার গায়ে হাত দিও না।

পারুল। খবরদার জানোয়ার।

[পাগলের মত ছুটে গিয়ে জল খাবার গ্লাসটা নিয়ে ঘোষের মাথায় সজোরে মারে]

মিঃ ঘোষ। উঃ!

[ঘোষ টলে পড়ে যায়—অমলা পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে]

পারুল। [উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে] দিদি, শিগগির পালিয়ে আসুন…এমন সুযোগ আর পাবেন না—দি—দি? আমার পিছু পিছু চলে আসুন—দেরী করবেন না।

[পারুল পালাতে যায়—ঘোষ শুয়ে শুয়েই পারুলকে লক্ষ্য করে রিভলবার ছোঁড়ে···পারুলের পিঠে লাগে—আর্তনাদ করে সে লুটিয়ে পড়ে। অমলা আগের মতই দাঁড়িয়ে থাকে। ঘোষ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়]

পারুল। আঃ ভ—গ—বা—ন। [মৃত্যু]

মিঃ ঘোষ। [অট্টহাস্য করে ওঠে] শয়তানী। যা এবার নরকে গিয়ে পচে মরগে যা! রানী হবে—রানী। হাঃ—হাঃ—হাঃ। কি অমলা, খুব ভয় পেয়েছ? না—না ভয় পেও না—আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তোমার শত অপরাধ আমি মার্জনা করব! তোমাকে ছাড়া আমার জীবন নিষ্ফল অমলা। এস—কাছে এস—ভয় কি অমলা!

[অমলার দিকে এগিয়ে যায়]

অমলা। [ভয়ে পিছুতে পিছুতে] না—না—তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও···আমাকে ছেড়ে দাও।

মিঃ ঘোষ। অবুঝ হোয়ো না অমলা···

অমলা। না—না—না! তুমি যদি আমার গায়ে হাত দাও তবে আমি আত্মহত্যা ক'রব।

মিঃ ঘোষ। তবে রে শয়তানী, দেখি কে তোকে রক্ষা করে?

[জোর করে অমলাকে ধরতে যায়। হঠাৎ উদ্যত রিভলবার হাতে ভোলার প্রবেশ]

ভোলা। Hands up! Your game is up Mr. Ghosh!

[চমকে উঠে মিঃ ঘোষ ফিরে তাকায়]

মিঃ ঘোষ। কে. কে তুই? ভোলা পাগলা!

ভোলা। কোন রকম চালাকী করবার চেষ্টা করবে না ঘোষ। হাত তুলে দাঁড়াও

[ঘোষ হাত তুলে দাঁড়ায়। পুলিশ ইন্‌স্পেকটর মিঃ ঘটকের প্রবেশ—ভোলাকে Salute করলেন]

মিঃ ঘটক। My god ! Parul is dead !

ভোলা। Yes Mr. Ghosh ! আমাদের সামান্য একটু দেরীর জন্য এই হতভাগীকে জীবন দিতে হোল। Poor girl ! And here is the murderer ! ভদ্রবেশী শয়তান। একে Arrest করুন মিঃ ঘটক।

[মিঃ ঘটক মিঃ ঘোষের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন]

এ সব শয়তানকে জীবন্ত কবর দিলেও এদের পাপের যোগ্য শাস্তি হয় না। যাক্ ও দিকের খবর কি মিঃ ঘটক ?

মিঃ ঘটক। ভবানী গাঙ্গুলী আর বদ্রীদাস আগরওয়ালাকে arrest করা হয়েছে স্যার। এদিকে underground factory থেকে প্রচুর পরিমাণ জাল ওষুধ পাওয়া গেছে।

ভোলা। ছেলেগুলোকে উদ্ধার করেছেন ?

মিঃ ঘটক। Yes sir !

ভোলা। বন্দীদের নিয়ে গিয়ে ভ্যানে তুলুন। সাবধান, কেউ যেন পালিয়ে না যায়। আর তু'জন কনষ্টেবলকে ষ্ট্রেচার নিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিন—বডিটা নিয়ে যাক।

মিঃ ঘটক। Yes sir [স্যালুট করেন] চল হে ঘোষ, তোমার যোগ্যস্থানে চল।

[ঘোষকে নিয়ে চলে যান। অমলা এতক্ষণে যেন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। ছুটে এসে ভোলার পায়ে পড়ে যায়]

অমলা। আপনি আমার মান প্রাণ বাঁচিয়েছেন, ভোলা [illegible]। আপনাকে যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব [illegible]

ভোলা। ও কি করছ মা—ওঠ—ওঠ। এ'তো আমার কর্তব্য কাজ মা। তুমি হয়ত শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে যে আমি তোমাদের কাকা নই—আমি হচ্ছি ডিটেক্‌টিভ ইনস্‌পেক্‌টর মিঃ সান্যাল। আসল ভোলা পাগল ভবানীপুর Mental Hospital-এ ভর্তি আছে মা। ভোলা পাগলা সেজে এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছি—শুধু এই শয়তানগুলোকে ধরবার জন্য। আজ আমি সফল হয়েছি। তোমাকে যে উদ্ধার করতে পেরেছি এই আমার চরম পুরস্কার। তবু দুঃখ রয়ে গেল পারুলকে বাঁচাতে পারলাম না।

অমলা। আমাকে বাঁচাতে গিয়েই সে ঘোষের হাতে প্রাণ দিয়েছে। ভগবান তার আত্মার মঙ্গল করুন।

ভোলা। দেশে আজ মিঃ ঘোষের মত শয়তানের অভাব নেই মা। মানুষের লোভের শেষ নেই। নিজের স্বার্থের জন্য, নিজের ভোগ লালসা চরিতার্থ করবার জন্য, কোন কুকাজ করতেই এদের বাধে না। অথচ এদের মধ্যেও একটা বিরাট প্রতিভা ছিল—কিন্তু কুপথগামী সেই প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটছে। সমাজের কল্যাণ সাধন না করে ধ্বংসের জন্য আজ এরা উন্মাদ। এই হচ্ছে বর্তমান যুগের সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি!

তৃতীয় দৃশ্য

[জ্যোতির শয়নকক্ষ। জ্যোতিশংকর অসুস্থ, নিদ্রামগ্ন। অমলা শিয়রে বসে আছে। সময় রাত্রি। ভুবনের প্রবেশ]

ভুবন। মা।

অমলা। কি ভুবনদা?

ভুবন। কিছু খাবে চল মা। সারাটা দিন ত মুখে কিছু দাওনি।

অমলা। সতী, মাষ্টার মশাই, রহিম—এরা সব চলে গেছে ভুবনদা ?

ভুবন। হ্যাঁ মা।

অমলা। ডাক্তার কোথায় ?

ভুবন। পাশের ঘরে শুয়ে আছেন।

অমলা। ডাক্তার কি বলছে ভুবনদা ? তুমি আমার কাছে লুকিও না—সব কথা খুলে বল—আমি সব সইতে পারব।

ভুবন। অধীর হোয়ো না মা, কপালে যা আছে তা ত হবেই। ভগবানকে ডাক—তিনি নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন। তুমি হচ্ছ সতীলক্ষ্মী। সোনার চাঁদ ছেলেকে হারিয়েছ, শয়তানের হাত থেকে মান ইজ্জত বাঁচিয়ে ফিরে এসেছ—তোমার স্বামীকে তুমি নিশ্চয়ই ফিরে পাবে মা। তোমার সিঁথির সিঁদুর নিশ্চয়ই বজায় থাকবে। ভগবানের রাজ্যে এতবড় অবিচার হতে পারে না মা।

অমলা। তবে কি কোন আশাই নেই ?

ভুবন। না—মা—না, ও কথা বোলো না। খোকাবাবু নিশ্চয়ই সেরে উঠবে। আমার মন বলছে—খোকাবাবু ভাল হয়ে যাবে।

অমলা। ডাক্তার কি বলছে তুমি বললে না ত ভুবনদা ?

ভুবন। আজকের রাতটা কেটে গেলে আর কোন ভয় থাকবে না মা।

অমলা। আজকের রাতটা।

ভুবন। তুমি ভয় পেয়ো না মা—তুমি ভয় পেয়ো না।

অমলা। না ভুবনদা, ভয় আমি পাব না। আমি যে পাথর হয়ে গেছি। ফিরে এসে যখন শুনলাম আমার স্বপন নেই আর

আমার স্বামী মুমূর্ষু—তখন ত আমি শোকে উন্মাদ হয়ে যাইনি। আমার স্বামীর কল্যাণের জন্য আমি সব আঘাত নীরবে সহ্য করেছি ভুবনদা। তবুও কি ভগবানের দয়া হবে না?

জ্যোতি। অমলা।

অমলা। কি বলছ?

ভুবন। আমি পাশের ঘরেই রইলাম মা, দরকার হলেই ডাকবে।

জ্যোতি। অমলা, কই কোথায় তুমি?

অমলা। এই যে, তোমার কাছেই রয়েছি।

জ্যোতি। ওরা সব চলে গেছে?

অমলা। হ্যাঁ।

জ্যোতি। তুমি সব সময় এমনি করে আমার কাছে থেকো অমলা। আর কখনও আমাকে ছেড়ে যেও না। কথা দাও কখনও যাবে না।

অমল। না গো না, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

জ্যোতি। আঃ অমাবস্যার রাত্রি শেষ হয়ে গেল—নূতন সূর্য উঠল···সেই আলোয় আজ আবার তোমাকে আমি নূতন করে দেখলাম অমলা। তুমি নিষ্পাপ—নিষ্কলুষ। তোমার প্রেম আমার মনের সব গ্লানি ধুয়ে মুছে দিলে।

অমলা। তুমি একটু চুপ কর—বেশী কথা বোলো না, কষ্ট হবে। এখন কেমন আছ?

জ্যোতি। ভাল···খুব ভাল। তোমাকে ফিরে পেয়েছি···আর আমার দুঃখ কিসের অমলা? এবার আমি হাসিমুখে আমার [illegible]ানের কাছে চলে যাব···সে যে আমার উপর অভিমান করে [illegible]ল গেছে।

অমলা। তুমি অমন কথা বোলো না—তোমার পায়ে পড়ি...তুমি চুপ কর। তোমাকে বাঁচতেই হবে। আমার মুখের দিকে চাও; বল তুমি আর কখনও এমন কথা বলবে না? তুমিত কখনও এমন নিষ্ঠুর ছিলে না।

জ্যোতি। নিয়তি ··· ·নিয়তি বড় নিষ্ঠুর অমলা। তার কাছে দয়া, মায়া, মমতা, ভালবাসা—এ সবের কোন দামই নেই। দেখলে না সে আমার সঙ্গে কেমন পরিহাস কর্‌ল? আমার কত আশা, কত স্বপ্ন······সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে। কোথায় গেল আমার সেই আদর্শ—আর কোথায় সেই প্রতিভা? আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই অমলা!

অমলা। আছে, আছে—সব আছে। তুমি সেরে ওঠ, দেখবে সব ঠিক আগের মতই আছে।

জ্যোতি। মিথ্যা আমায় প্রবোধ দিচ্ছ অমলা। আমি জানি, সংসার আমাকে দেউলে করে দিয়েছে। প্রতিভা কিসের মধ্যে লুকিয়ে থাক্‌বে অমলা? হৃদয় যে আমার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

অমলা। লক্ষ্মীটি, ওসব কথা ভেবে আর মন খারাপ কোরো না। একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর। আর কথা বোল না, কেমন?

জ্যোতি। কত কথা যে তোমাকে আমার বলার আছে অমলা······ কত কথা! হয়ত কোন দিন আর বলা হবে না। তোমার কাছে সবই অজানা থেকে যাবে।

অমলা। আবার শুরু করলে ত! বেশ, তুমি যখন আমার শুনবে না তখন আমি চলে যাচ্ছি।

জ্যোতি। না—না, অমলা তুমি যেও না। বেশ আমি আর একটি কথাও বলব না।

অমলা। রাত শেষ হয়ে এল, এবার লক্ষ্মী ছেলের মত ঘুমিয়ে পড়। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি·· ···তুমি চোখ বুজে ঘুমাবার চেষ্টা কর।

জ্যোতি। সত্যি অমলা, আজ আমি বড় ক্লান্ত। ঘুমে আমার দু'চোখ বুজে আসছে তবুও ইচ্ছা হয় মনের যত কথা, যত ব্যথা আর বেদনা সব তোমার কাছে উজাড় করে দিই অমলা। কিন্তু পারি কই? শুধু ক্লান্তি আর অবসাদ।

"যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও কান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা।
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥"

[ধীরে ধীরে জ্যোতির চোখ বুজে আসে। অমলা সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলাতে থাকে। জানালা দিয়ে দেখা যায় ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে আসে]